বি র চি ত

কাঞ্চনরঙ্গ

গ্রন্থপীঠ
২০৭-বি, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

প্রথম সংস্করণ : ২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৭।

প্রকাশক কোরক বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থপীঠ ২০৯বি বিধান সরণি কলিকাতা ৬।
মুদ্রক ধনঞ্জয় রায় মুদ্রণশ্রী প্রেস ১৫।১ ঈশ্বর মিল লেন কলিকাতা ৬।
প্রচ্ছদ ব্লক ও মুদ্রণ রিপ্রোডাকসন সিণ্ডিকেট ৭।১ বিধান সরণি কলিকাতা ৬।

প্রচ্ছদশিল্পী : সূর্য রায়

তিন টাকা

।। প্রথম অঙ্ক ।।

প্রেক্ষাগৃহের সমস্ত আলো নিভে যাওয়ার পর অন্ধকারে সূত্রধারের গলা শোনা যায়।

সূত্রধার ॥ বলি, ও গিন্নি! ' বলি, ও কাংস্যবিনিন্দিতা স্বামীঅঙ্গ-প্রদাহিনী কণ্ঠশালিনী,—বলি হ্যাদে ও স্পষ্টভাষিণী—, মার্জারস্বভাবা, প্রখরনখদন্তধারিণী— (বলতে বলতে মঞ্চের ওপর পর্দার সামনে এসে দাঁড়ান। আলো পড়ে।)

নটী ॥ (পর্দা অল্প ফাঁক করে মঞ্চের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে) কী? কী হয়েছে কী? এমন ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছো কেন?

সূত্রধার ॥ বলি অভিনয় সুরু হচ্ছে না কেন? তোমার অভিনেত্রীদলের কী গালে লালিমা আর চক্ষে কালিমা দেওয়া এখনো শেষ হয় নি? আমাদের হয়ে তাঁদের একটু হাতজোড় ক'রে বলো যে, ওগো মহিলারা—অভিনয়ের জন্যেই সাজ করা, সাজের জন্যে অভিনয় করা নয়। তোমাদের সাদা চক্ষের কটাক্ষেই আমরা মরে আছি, এর ওপর আবার কাজল দিলে বাংলাদেশে যে ভূতও বাঁচবে না।

নটী ॥ মেয়েদের টিপ্পুনি কাটতে পারলে তোমাদের জিভ একেবারে নেচে ওঠে, না? বাণিজ্য করবার ক্ষমতা নেই, রাজ্য চালাবার বুদ্ধি নেই, সমস্ত পৌরুষ এখন ঠেকেছে এসে মেয়েদের টিপ্পুনি কাটায়—আমার অভিনেত্রীর দল অনেকক্ষণ হলো তৈরী হয়ে বসে আছে!

সূত্রধার ॥ তবে?—তাহলে অভিনয় আরম্ভ হচ্ছে না কেন?

সময় তো হয়ে গেছে। মঞ্চাধ্যক্ষই বা যবনিকা তুলছে না কেন? আর নাটকাভিনয়ই বা আরম্ভ হচ্ছে না কেন?

নটী ॥ কারণ সকল দর্শক এখনো আসেন নি।

সূত্রধার ॥ তাই তো!

নটী ॥ এবং সেই সমস্ত বিলম্বীরা জুতোর শব্দে আর সজোরে চেয়ারের আসন ফেলে শুধু যে অভিনয়ের ব্যাঘাত ঘটান তা নয়, বাকি সমস্ত সময়ানুবর্তী দর্শকের যৎপরোনাস্তি অসুবিধে ঘটাতে একটুও কুণ্ঠিত হন না। তাইতো তোমার দলের সমস্ত কর্মীরা মনস্থ করেছে যে নির্ধারিত সময়ের অন্ততঃ পনেরো মিনিট পরে তারা অভিনয় সুরু করবে।

সূত্রধার ॥ না, না, এ তো চলতে দেওয়া যেতে পারে না। এ তো ভীষণ ব্যাপার! এরপরে তো লোকে মনে করবে সাড়ে ছটা মানে পৌনে সাতটা, আর আসবে সাতটায়। তারপরে আমাদের কর্মীরা আবার তখন ঠিক করবে যে ৬৷৷টা মানে ৭টা, আর লোকে তখন আসবে ৭৷৷টায়। না না, আমি এক্ষুণি গিয়ে টিকিটঘরের ওপর বিজ্ঞপ্তি টাঙিয়ে দিচ্ছি যে অভিনয় আরম্ভ হয়ে গেলে আর কাউকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। একেবারে বিরতির সময়ে ঢুকবেন। [প্রস্থানোদ্যত]

নটী ॥ শোন, শোন, এই বুদ্ধি না হলে আর তোমাদের হাতে থিয়েটারের এই দশা হয়। দর্শককে কখনো চটাতে আছে? যে টাকা দেয় তার খুঁত ধরতে আছে?

সূত্রধার ॥ তা বটে!

নটী ॥ শোনো নি ছোটবেলায় যে পৃথিবীটা কার বশ? না, পৃথিবী

টাকার বশ! যে টাকা দেয়, আর যার হাতে টাকা আছে, তাদের সঙ্গে যে ঠিকমতো মানিয়ে চলতে পারে তার যশ বলো, খ্যাতি বলো অর্থ বলো মান বলো কিছুই কেউ ঠেকাতে পারে না—আর ভাই তোমার কিছু হোল না।

সূত্রধার ॥ ঠিক।—তাই তো আজকের যে নাটক হবে তার নাম দিয়েছে 'কাঞ্চনরঙ্গ'। এই এক কাঞ্চনের প্রভাবে মানুষে মানুষে সম্পর্ক যে কী রকম বদলে যায় তারই গল্প বলা আছে, এই নাটকে।

নটী ॥ আচ্ছা, আমি তো নানান কাজে ব্যস্ত থেকেছি—গল্পটা যে কী তা আজও জানি না। গল্পটা কী বলতো?

সূত্রধার ॥ এখনই অভিনয় হবে, দেখতে পাবে। গল্পটা হচ্ছে, পাঁচু ব'লে একটি গেঁয়ো লোকের সম্পর্কে। তাকে কলকাতায় এনেছে তার এক মেসো—আপন নয়, গ্রাম সম্পর্কে। পাঁচুর মনে হয়, সে এ বাড়ীর আপন লোক, আর বাড়ীর লোকের মনে হয়, সে বাড়ীর চাকর। একদিন সকালে যখন গোয়ালারা দুধ দু'য়ে ফুটপাথ নোংরা ক'রে চলে গেছে, যাদের বাড়ীর আপিসের ভাত দিতে হয় তাদের বাড়ীর বাজার হয়ে গেছে, তখনো পাঁচুর পাতানো মেসো যদুগোপালবাবুর বাড়ী ভালো করে সকাল হয়নি।

নটী ॥ যদুগোপালবাবু কি করেন?

সূত্রধার ॥ যদুগোপাল ঘোষ অবসরপ্রাপ্ত চাকুরে। ঘুষের টাকায় একটা দোতলা বাড়ী করেছেন। ওপরটা ভাড়া দিয়েছেন, নীচে নিজেরা থাকেন। সেই নীচের তলায় বৈঠকখানায় নাটকের সুরু।

[পর্দা দু'দিকে অল্প সরে যায়—সেই ফাঁক দিয়ে দেখা যায় পাঁচু যদুগোপালবাবুর বৈঠকখানায় চেয়ার সাফ করছে]

নটী ॥ (চাপা গলায়) ও কে ?

সূত্রধার ॥ (সেই রকম চাপা গলায়) পাঁচু। চেয়ার টেবিল সাফ করছে।

[দু'জনে দু'দিকের পর্দার আড়ালে সরে যান—শুধু মুখ দুটো দেখা যায়]

নটী ॥ তারপর ?

সূত্রধার ॥ চুপ। এখনই দেখতে পাবে।

[দু'জনে দু'দিকের উইংসয়ের দিকে দ্রুত মিলিয়ে যান পর্দা পুরো খুলে যায়।

হঠাৎ জোরে কলিং-বেল বেজে উঠলো। পাঁচু গিয়ে দরজা খুলে দিতে ঢুকলো বাড়ীর ঝি তরলা। যুবতী বিধবা। চলনে বলনে একটা থলবলে ভাব সব সময়ে উপচে পড়ে চারপাশে। পাঁচু দরজা খুলে দিয়ে গম্ভীর ভাবে চেয়ার পরিষ্কারের কাজে মনোনিবেশ করে। তরলা কিছুক্ষণ সেইদিকে তাকিয়ে থেকে গমক দিয়ে 'হুঁঃ' ব'লে অন্দরের দরজার দিকে দ্রুত এগিয়ে যায়। পাঁচু মুখ তুলে তাকায় না। নিজের কাজে যেন সমাধিস্থ।

তরলা অন্দরের দরজা দিয়ে ঢুকতে গিয়ে হঠাৎ থেমে যায়, তারপর ঘাড় বেঁকিয়ে ফিরে তাকায়, তবু পাঁচু নির্বিকার। তরলা ঘুরে বলে—]

তরলা ॥ পাঁচুবাবুর আগ হয়েছে—ঁ।

[তবু অপরপক্ষ থেকে কোন সাড়া পায়না]

তরলা ॥ উঃ……। তা না কইবি তো না কইবি—ভারী বয়ে

গেল। আমি অমন সেধো না যে গায়ে পড়ি পড়ি ভাব কত্তি যাব।

[তরলা ঝামটা দিয়ে চলে যেতে গিয়েই আবার ঘুরে দাঁড়ায়—পাঁচু পুর্ববৎ নির্বিকার—তরলা হঠাৎ ফিক ক'রে একটু হেসে পাঁচুর কাছে এসে খুব নরম ক'রে বলে—]

তরলা ॥ এই, সত্যি সত্যি আগ করিছিস ?

[পাঁচু কোন জবাব না দিয়ে আপন মনে চেয়ার ঝাড়ে। তরলা হঠাৎ সেই চেয়ারটা টেনে একদিকে সরিয়ে দেয়]

তরলা ॥ এই, বল্ না—

[পাঁচু কটমট করে তরলার দিকে তাকায়]

তরলা ॥ আসলে তো তোরই দোষ বাপু—তুই রাস্তার মধ্যিখানে কাপ পেলেট রাখতে গেলি কেন ? সেই জন্যিই না আমার পায়ে নেগে ভেঙ্গে গেল।

[পাঁচু এর কোন জবাব না দিয়ে আবার চেয়ার ঝাড়তে থাকে]

তরলা ॥ বলি ওরে ও কায়েতের ঘরের মুখ্যু ছেলে,—এটাও জানিস নে যে ঝি-চাকরে ঝগড়া করলে মনিব থাকে রাজার হালে।

[তরলা আবার একটা শব্দ করে চেয়ারটা সরিয়ে দিতে যায়, পাঁচু ভীষণ রেগে যায়]

পাঁচু ॥ খবদ্দার ! তুই খালি খালি আমারে চাকর চাকর বলবি না, আমি এ বাড়ীর চাকর না।

তরলা ॥ আ মরে যাই ! চাকর না। তা'লি কি জামাই নাকি ? তা সকালবেলায় উঠে ঝাড়ন হাতে চ্যারটেবুল সাফ করতে নেগেছ কেন, হাঁগা জামাইবাবু ? [তরলা হাসতে থাকে]

পাঁচু ॥ তরলা, খবদ্দার বলতিছি, এইরকম অশৈলী কথা কইলি, আমি এক্ষুনি মাসিমারে ডেকে বলে দেবো, সম্পর্কে মাসী হয়—তার বাড়ীতি জামাই বল্লি মানেটা কী হয় ?

তরলা ॥ মাসীর বাড়ী ! ওঃ, কী সম্পর্কে মাসী হোলো ?

পাঁচু ॥ গেরাম সম্পর্কে মাসী হয়। বলিনি তোরে যে আমার মা ওরে দিদি বল্‌তো !

তরলা ॥ আহা। সেই যে বলে না—
এক গেরামে বিউলো গাই
সেই সুবাদে মামাতো ভাই।
আ মরে যাই—

[বাড়ীর গিন্নির গলার আওয়াজ পাওয়া যায়। গিন্নি প্রবেশ করেন]

গিন্নি ॥ কে এলোরে পাঁচু ?

পাঁচু ॥ ঝি।

গিন্নি ॥ বেলের আওয়াজ শুনলুম যে,—বেল বাজালে কে ?

পাঁচু ॥ ঐ তো ঝি।

গিন্নি ॥ হ্যাঁরে তরলা, যতো কিছু না বলি ততো তোদের আস্পদ্দা বেড়ে যাচ্ছে, না ? পই পই করে বারণ করে দিয়েছি না যে ঝি চাকরে কেউ বেল বাজাবে না ! বেল বাজাতে ইলেকট্রিকের পয়সা লাগে না ? দরজায় কড়া নেই ? নাড়তে পার না ?

তরলা ॥ ওমা, আধঘন্টা ধরে কড়া নাড়তে নাড়তে হাতে ফোস্কা পড়ে গেল, তোমার ঐ ঠসা যদি দরজা না খোলে তা করবো কি ?—ইদিকে তো এট্টু দেরী হলে সাত কথা শুনোয়ে দেবে—গতর ছেঁচে কাজও করবো আবার কথাও শুনবো—এ্যাতো আমি পারবনি বাপু !

[তরলা দুম দুম করে অন্দরে চলে যায়। গিন্নি পাঁচুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন]

গিন্নি ॥ দরজা খোলোনি কেন ?

পাঁচু ॥ বাঃ। বেল বাজতেই তো আমি দরজা খুলে দিয়েছি।

গিন্নি ॥ আ গেল যা। কড়া নাড়তেই দরজা খোলোনি কেন ?

পাঁচু ॥ (হতভম্ব হয়ে) কই কড়া নাড়লো ! মাসীমা, ওতো বেল বাজালো, আর বেল বাজাতেই আমি দরজা খুলে দিয়েছি।

গিন্নি ॥ উঃ ! জ্বালাতন, জ্বালাতন। বলছি, বেল বাজালে দরজা খুলবে না—

পাঁচু ॥ দরজা খোলবো না —?

গিন্নি ॥ না। কড়া নাড়লে দরজা খুলবে, বেল বাজালে খুলবে না।

পাঁচু ॥ বেশ—

গিন্নি ॥ এ এক অকর্মার একশেষ এসে জুটেছে আমার সংসারে।

[গিন্নি গজ্ গজ্ করতে করতে অন্দরের দিকে পা বাড়াতেই বেল বেজে ওঠে—গিন্নি ঘুরে দাঁড়ান—পাঁচু একবার দরজার দিকে তাকায়—তারপর গিন্নির মুখের দিকে তাকায়। বেল বেজেই চলে]

গিন্নি ॥ মলো যা, হাঁ করে আমার দিকে কি দেখছিস ! ছাখ্ কে এলো—

[পাঁচু তাড়াতাড়ি ফুলদানি মেঝের ওপর নামিয়ে রেখে জানালার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে—]

পাঁচু ॥ কে—কে ওখানে বেল বাজাচ্ছে ?

[সঙ্গে সঙ্গে দরজার ওপর লাথি ও ক্রুদ্ধ চিৎকারের শব্দে বোঝা যায়—আগন্তুক খোদ বাড়ীর কর্তা]

পাঁচু ॥ (ফিরে) মেসোমশায় !

[গিন্নি পাঁচুকে পঞ্চমুখে বকতে সুরু করেন—পাঁচু দরজা খুলে দেয়। কর্তা দমকা বাতাসের মত ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েন।—পরণে হাফ্-প্যাণ্ট—হাতে লাঠি—পায়ে কেড্‌স্—মর্নিং-ওয়াক্ করে ফিরছেন।—কাঁচা-হাতে-ঠাসা তুবড়ির মত কর্তার মুখ দিয়ে কথা নিঃসৃত হতে থাকে—]

কর্তা ॥ সেই কখন থেকে বেল বাজাচ্ছি—আর তোমরা দুটো লোক হাঁ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছ—দরজা খুলতে পার না—

[কর্তা ইতিমধ্যে বসে পড়ে জুতো মোজা খুলতে সুরু করেছেন]

পাঁচু ॥ আমি কি করবো—

কর্তা ॥ চোপ্। বদমাইস, উজবুক কোথাকার,—কথা বললেই মুখে মুখে—(হঠাৎ অন্য স্বরে) দেখ্ শীগ্‌গীর বাথরুমে কেউ আছে কিনা—(পাঁচু ভিতরে ছুটে যায়)

গিন্নি ॥ যদি কেউ থাকে তো এক্ষুনি বেরিয়ে আসতে বল্ (স্বামীকে) এই জন্যেই বলেছিলুম যে রাত্তির ক'রে অতোগুলো ইলিশ মাছ ভাজা খেও না—

[কর্তা কী একটা বলতে যান—ইতিমধ্যে পাঁচু ছুটে এসে জানায়]

পাঁচু ॥ কেউ নেই বাথরুমে—

কর্তা ॥ ধ্যুৎ তেরি ! এটা আর খোলা গেল না—

[একপায়ে জুতো-মোজাশুদ্ধ কর্তা ভিতরের দিকে দৌড়তেই মেঝেতে রাখা ফুলদানিটা পায়ে লেগে ভেঙ্গে গেল। কর্তা ফিরেই একবার তাকিয়ে কিছু বলতে গেলেন কিন্তু হঠাৎ সমস্ত শরীর আকুঞ্চিত হয়ে

ওঠায় বলার অবসর মিললো না—হাত দিয়ে পেট চেপে দৌড়ে ভিতরে চলে গেলেন। পাঁচু আর গিন্নি মুখোমুখি তাকায়। গিন্নি হঠাৎ তর্জনী প্রসার ক'রে বলেন—]

গিন্নি বেরোও,—তুমি এক্ষুনি বেরোও আমার বাড়ী থেকে। কাল রাতেও এমনি করে তুমি আমার ৩৫৲ টাকা দামের tea setটা নষ্ট করেছো। হাতে পায়ে অলক্ষ্মী! সংসারের একটা জিনিস আস্ত থাকতে দেবে না!

পাঁচু ॥ আমি তো সাফ করবো বলে নীচে নামিয়ে রেঁখেছিলাম।

গিন্নি ॥ কেন নাবিয়ে রাখবে? হাতে রেখে সাফ করা যায় না? —এই রকম করে সাফ করা যায় না—

[গিন্নি আর একটা ফুলদানি নিয়ে হাতে-কলমে নির্দেশ দিতে গিয়েই সেটাও ভেঙ্গে ফেললেন। কয়েক লহমা নিদারুণ নিস্তব্ধতা। গিন্নি ও পাঁচু একবার ভাঙ্গা ফুলদানিটা দেখে আবার পরস্পরের দিকে তাকায়।— গিন্নি হঠাৎ স্বর পাল্টে নিস্পৃহ গলায় বলেন—]

গিন্নি ॥ উনি আসবার আগে সব সাফ করে ফেল।

[পাঁচু উবু হয়ে বসে ভাঙ্গা টুকরো কুড়নো সুরু করে। এমন সময় বাড়ীর ছোট ছেলে সমর ঢুকেই জিজ্ঞেসা করে—]

সমর ॥ কী হয়েছে মা? কী ভাঙ্গলো?

গিন্নি ॥ তাড়াতাড়ি তোল না, হাতে বাত হয়েছে?

সমর ॥ ভাঙ্গলো! একি দুটোই ভেঙে ফেলেছে! হারামজাদা, কী ভেবেছে ও! What has he thought?

[সমর হঠাৎ পায়ের একপাটি চটি খুলে হাতে নেয়—গিন্নি বাধা দেন—]

গিন্নি ॥ সমর। সমর। নামা বলছি—আমার মাথা খাস্, নামা বলছি—(পাঁচুকে) তুমিই বা হাঁ করে বসে আছ কেন একটু সরে যাও না সামনে থেকে—

[সমর একটু শান্ত হতেই গিন্নি বলেন—]

গিন্নি ॥ ছিঃ, সকালে উঠে রাগারাগি করলে সমস্ত দিনটা খারাপ যায়, চল, চা খাবি চল—

সমর ॥ সত্যি মা তোমাদের এ সবের কোন meaning আমি বুঝি না,—লায় দিয়ে দিয়ে একেবারে মাথায় তুলে দিয়েছ। Bogus, idiot of the first water. কাল ও বল্লে যে বাজারে মাছের দর ৩৲ টাকা ক'রে ছিল আর অমনি তোমরা বিশ্বাস করে নিলে। আর আমি যে ৪৲ টাকা দিয়ে কিনলুম সেটা তোমরা—

গিন্নি ॥ (বাধা দিয়ে) চল্, চা খাবি চল্! [বেরুতে বেরুতে] এতো ঝঞ্ঝাট আর আমার সহ্য হয় না, তোকে আর বাজার যেতে হবে না। [প্রস্থান]

সমর ॥ বাঃ। (পাঁচুকে) তোকে আমি একদিন ঠেঙিয়ে তাড়াবো তবে আমার নাম। মা—মা— [প্রস্থান]

[পাঁচু টুকরোগুলো নিয়ে বাইরে ফেলতে যায়—ভিতরে এসে আবার বাকি টুকরোগুলো কুড়তে বসে।—তরলা একটা এ্যালুমিনিয়মের গ্লাসে চা নিয়ে ভিতর থেকে আসে]

তরলা ॥ এই যে মাসীমার বোনপো, চা খাও। অবিশ্যি মাসীমার ও মিষ্টি কথার পর এ চা কি আর জম্‌বে। এক্কেরে পান্‌সে নাগবে।

[পাঁচু টুকরো কুড়নো বন্ধ রেখে গোঁজ হয়ে বসে থাকে]

তরলা ॥ যাই বলিস বাপু জেবনে অনেক পুরুষমানুষ দেখলাম, কিন্তু তোর মতো এমন নিঘ্ঘিন্নে আর দুটি দেখলাম না। ছ্যাঃ। এত করি বল্লাম—বলি, চাকরি যদি কত্তি চাস তো চল ঘোষবাবুদের বাড়ী বন্দবস্ত করে দিই। একলা মানুষ —দুটি মাত্তর ঘর—দশটার সময় আপিসের ভাত পেলেই তুষ্ট। তা বাবুর ভালো লাগলো না। বলে আমি কী চাকর, মেসোমশায় আমারে দোকান করে দেবে বলেছে। দোকান করে দেবে না থালায় পাঁশ বেড়ে দেবে।—এখনো বল, যাবি? ঘোষবাবু এখনো লোক নেয়নি,—[হাত দিয়ে পাঁচুর মুখ ঠেলতেই ছাখে তার চোখে জল] এ্যাঁ, তুই কাঁদছিস্? সরো, আমি তুলি দি।

পাঁচু ॥ (হঠাৎ চেরা গলায়) সরে যা তুই—

তরলা ॥ আ:, তুমি চা খেয়ে নাও আমি এগুলো তুলে দিচ্ছি।

[একটুখানি চুপ। তারপর তরলা বলে—]

তরলা ॥ বেশ, তোর যদি চাকরি করতি ইচ্ছে না যায় করিসনি। তুই আমার ঘরে থাকবি, খাবি, আর—যা ইচ্ছে হয় করবি। তোরে ও চাকরিও মানায় না, ব্যবসাও মানায় না—

পাঁচু ॥ আমি ভিক্ষে নেবো না তোর কাছেথে—

তরলা ॥ [এক লহমা তাকায় পাঁচুর দিকে] কেন, আমার কাছে নিলে কি ভিক্ষে নেওয়া হয়? আচ্ছা, আমার যদি কোনো বেপদ হোত, তুই আমারে টাকা দিয়ে সাহায্য করতি না? সেটা কি ভিক্ষে হোত? (পাঁচু চুপ করে থাকে) তাহলে তুই কী করবি?

পাঁচু ॥ আমি দেশে যাব—

তরলা ॥ সেখানে তো তোমার ঘরদোর সব পড়ে গেছে—

পাঁচু ॥ আমি নদীর ধারে গাছ-গাছালির মধ্যি থাকবো। য, ইচ্ছে হয় করবো (হতাশায়) আমি কী যে করবো কিছু বুঝতি পারি না—

তরলা ॥ শোনো, সেই ভালো, আমি তোমারে টাকা দেবানে, তুমি নদীর ধারে জমি কিনবে—চাষ করবে—(পাঁচু তাকায় তরলার দিকে) কেন, পাববা না চাষ করতি?

পাঁচু ॥ চাষ করতি আমি পারি—

তরলা। তয়! আর একটা গরু রাখবে,—রোজ সকালে দুধ দুইবে। কালো গরু। [পাঁচু হাসে]—নিজিরি হাতে তারে দুইতি হবে কিন্তু, সে দুধ কারেও ব্যাচপে না,—কাক্কেও না। সেই দুধ জ্বাল দেবো—সর তোলবো—ঘি করবো,—

পাঁচু ॥ রোজ সকালে পেঁয়াজ দিয়ে পান্তা ভাত খাবো একটু তেল দিয়ে—

তরলা। আর বেলা পড়লি গরম ভাত আর একটু সেই ঘি!—আর উর্ধ্বমুখী লঙ্কা, উঃ কী ঝাল হয় লঙ্কাগুলো! আর এট্টা লেবুগাছও তো চাই।—

পাঁচু ॥ থাকবে। গোয়ালের পাশে পুঁতি দেবো। আমি রোজ সকালে শামুক গুগ্‌লি ভেঙ্গে তাতে সার দেবো। শামুকের খোলা পেলি কী তেজ হয় লেবুগাছের!

তরলা। আর?

পাঁচু ॥ আর কী? লাউ গাছ?

তরলা। উঁ হুঁ —

পাঁচু ॥ তয়? আর কী চাই?

তরলা ॥ বাঃ আর কিছুই না?—লেবু গাছে যখন ফুল ধরবে, সন্ধে বেলায় গন্ধে যখন ম ম করবে তখন কী করবে?

পাঁচু ॥ কী করবো? হি হি—ত্যাখন আমি গান গাব—

তরলা ॥ কিন্তু সেটা শোন্‌বে কে? ঘরে তো কেউ এট্টা জন থাকা চাই—

পাঁচু ॥ (ভেবে নিয়ে একগাল হেসে) হুঁ। ঘরে এট্টা বৌ থাকবে।

তরলা ॥ (হঠাৎ যেন নিঃশ্বাসে বাধা পড়ে তার) কেমন হবে সে বৌ?

পাঁচু ॥ (আপন মনে) মা বলতো এট্টা ছোট্ট পুঁচকে বৌ হবে—ডুরে শাড়ী পড়বে আর মল প'রে ~~ঝম্ ঝম্ ক'রে ঘুরি বেড়াবে~~)

তরলা ॥ (কঠিন কণ্ঠে) চা খাবে ত খাও, নইলে আমি নিয়ে চল্লাম। (উঠে পড়ে)

পাঁচু ॥ এই তবি শোন, ঐ যে ঘরটা হবে না—

তরলা ॥ আমার অত রঙ্গ করার অব্‌সর নেই।
(ভিতরের দিকে যেতে গিয়ে ফিরে বলে) তোরে যে সকলে হেনস্থা করে সেই তোর ঠিক। [প্রস্থান]

(বাড়ীর মেয়ে সীমা দৌড়ে ঢোকে, হাতে কলেজের বই —পিছু পিছু তার মা অর্থাৎ গিন্নি এসে ঢোকেন)

গিন্নি ॥ সীমা, শুনে যা,—একগুঁয়েমি করিসনি,—শুনে যা বলছি—। খেয়ে যা বলছি, খেয়ে নে—

সীমা ॥ না, আমাব কলেজের দেরী হয়ে যাবে।

গিন্নি ॥ হোক্‌গে দেরী। এইটুকু দেরীতে কলেজ কিছু উঠে যাবে না। আয়, এই নে-- আমি মুখে দিয়ে দিচ্ছি—

সীমা ॥ না, আমি কিছুতেই খাবো না বলছি। কেন তোমরা রোজ রোজ দেরী করিয়ে দাও—জাননা যে আমি কলেজে যাই—।

গিন্নি ॥ হ্যাঁ লা হ্যাঁ —কলেজে একদিন আমিও গেছি, ও মেয়েদের কলেজে ৫।১০ মিনিট দেরী হ'লে কিচ্ছু হয় না।—নে, হ'. কর লক্ষ্মীটি—

সীমা ॥ না, টোস্ট খাব না, বড্ড শুকনো—খালি রসগোল্লাটা খাবো—

গিন্নি ॥ হোক্ শুকনো, টোস্টটাও খাও।—পাঁচু, এক গ্লাস জল নিয়ে এসো—

সীমা ॥ না, না, ওকে জল আনতে হবে না।—নোংরা ভূত কোথাকার ওকে দেখলেই আমার ঘেন্না করে—

গিন্নি ॥ আচ্ছা তুই খা, আমি জল এনে দিচ্ছি। বাবা, বাবা!

(বড় ভাই অমর এসে ঢোকে—হাতে খবরের কাগজ)

অমর ॥ কিরে, বইপত্তর নিয়ে কোথায় চলেছিস ? আজ তো তোদের কলেজ বন্ধ--

সীমা ॥ যাঃ, কে বল্লে—

অমর ॥ কাগজে লিখেছে তোদের principal মারা গেছে, heart attackএ,—আজ কলেজ বন্ধ—

সীমা ॥ কই, দেখি দেখি—

গিন্নি ॥ তাহলে তো ভালোই হলো। তুই ভেতরে এসে জল খা। আমি দেখি কর্তার নেবুর জলটা তরলা আবার দিলে কিনা। [গিন্নীর প্রস্থান]

অমর ॥ এই সীমা, যা দেখি আমার জন্যে ভালো করে এক কাপ চা ক'রে নিয়ে আয় তো, ৭॥টা বেজে গেল।

সীমা ॥ (চমকে) কটা ? সাড়ে সাতটা ?

অমর ॥ ওকি ? আবার কোথায় চল্লি ?

সীমা ॥ এ্যা, না, আমি ভাবছিলুম কি দাদা—কলেজে একবার

যাওয়া ভালো, নিশ্চয় হয়তো শোকসভা-টভা হবে—সেই সময়ে থাকা তো উচিত !

অমর ॥ দূর ! সভাটভা যদি হয় তো কাল,—দেখলি না কাগজে কলেজ আজ একদম বন্ধ। যা, যা, চা নিয়ে আয়।

সীমা ॥ (আবদেরে কণ্ঠে) না দাদা, আমি একবার বেরুই, বুঝলে ; বীণার কাছে অনেকদিন ধরে ইংলিশ নোট বইটা পড়ে আছে—আজ নিয়ে আসবে বলেছিল,—পাঁচু বরং তোমাকে চা করে দেবে, আমি বলে দিচ্ছি।

অমর তবেই হয়েছে ! পেঁচা যদি চা করে, তাহলে সেটা একেবারে পেঁচ্চা হয়ে যাবে—যা খেলেই পেঁচোয় পাবে। না, না, তুই যা, চা, কর ! আমি সমরকে বলে দিচ্ছি বাজারে যাবার সময়ে তোর নোট বইটা চেয়ে আনবে।

সীমা ॥ ত্যুৎ তেরি, ভালো লাগে না, দিনরাত খালি ফরমাস আর ফরমাস— [সীমা ভিতরে চলে যায়]

অমর বাবা পেঁচা, শোন না এদিকে।—একটু গাত্রোৎপাটন করো। একটু সন্নিকটে এসো। যাও, পাঁচটা সিগারেট নিয়ে এসো তো— [খবরের কাগজ খোলে]

পাঁচু ॥ পয়সা দাও।—

অমর ॥ পয়সা কী হবে ! যা আমার নাম করে নিয়ে আয়।

পাঁচু ॥ সে তো বল্লুম যে দোকানী আর ধার দেবে না বলেছে।

অমর ॥ তুই যা না, আমার নাম করে বল—

পাঁচু ॥ না, সে বড়ো গালাগালি করে—

অমর ॥ আচ্ছা, দাঁড়াও বেটাকে দেখাচ্ছি মজা। তুই যা মোড়ের দোকান থেকে আমার নাম করে নিয়ে আয় পাঁচটা।

পাঁচু ॥ না, সেখানে সমরের ৩৯/ বাকি পড়েছে, কাল সকলের সামনে আমার জামা কেড়ে নিচ্ছিল—

অমর ॥ দুত্তোরি, সকালে উঠেই যতো—। যাও না বাপচাঁদ, নিজের থেকেই পয়সাটা দিয়ে এনে দাও না সিগারেট কটা। পরে এক পয়সা সুদ নিয়ো, যাও যাও—

পাঁচু ॥ আমি কোত্থেকে পয়সা পাবো ? আমি কি রোজগার করি।

অমর ॥ কেন ? এ মাসের মাইনে পাস্‌নি ?

পাঁচু ॥ মাইনে ? আমি কেন মাইনে পাবো ? আমি কী চাকর নাকি তোমাদের বাড়ীতে ?

অমর ॥ বেটা চাকর না হও, বাজার তো করতে যাও রোজ, সেখান থেকে টাকাটা সিকেটা সরাও না ? হারামজাদা ! যা সেই পয়সা দিয়ে নিয়ে আয় সিগারেট। ব্যাটাচ্ছেলে ন্যাকা চৈতন্য—

পাঁচু ॥ খবরদার, তুমি গালাগালি দেবে না বলছি—

অমর ॥ (হাতের কাগজ ফেলে দিয়ে) কী, কী বল্লি ?—

পাঁচু ॥ (কেঁদে ফেলে) তুমি আমার গুরুজন, আমার দাদা হয়ে তুমি আমারে বেটা বেটা বলছো। সমর আমার চেয়ে বয়সে ছোট—সে আমারে চটিজুতো তুলে মারতি এয়েলো। ছোটবড়ো কিছুরই তোমরা মর্যাদা রাখো না। আমি তোমাদের ভাই বলে মান্যি করি. আর তোমরা আমারে অহরহ হাড়ি বাগ্দির মতো গালিগালাজ করতেছ—হেনস্থা করতেছ।

অমর ॥ উব্‌, বাবা—তুই যে বেটা ভাই ভাই পাতিয়ে কোনদিন বিষয়ের ভাগ চাইবি দেখতে পাচ্ছি,—অ্যাঁ—

[কর্তার প্রবেশ]

কর্তা ॥ ওরে অমর, তোকে বুঝি চা দিয়ে ডাকছে ! একি, কী হয়েছে ?—কী হয়েছে কী ?

অমর ॥ এই পেঁচোর মাথায় অনেক রকম প্যাঁচ খেলে—তাই দেখছি। ও এখানে মাইনে পায় না বলে নিজের অধিকার ফলাতে চায়। ,এইসব কুটবুদ্ধিওয়ালা গেঁয়ো লোক না রেখে regular মাইনে দিয়ে চাকর রাখাই ভালো—these people are dangerous.

কর্তা ॥ First get a job and then talk about keeping a regular servant !Regular পয়সা দেবে কে ? নিজে তো গেল ছ'বছর ধরে প্রত্যেক মাসে irregularly হাত-খরচ নিয়ে যাচ্ছো ? কী করে সংসার চালাই, তার খবর রাখো ?

অমর ॥ আপনি পেঁচোর সামনে এইসব কথা বলছেন ? আপনি জানেন না আমি ছুয়োরে ছুয়োরে ঘুরছি – আমি কি চুপ করে বসে আছি ?

কর্তা ॥ ঐসব ফিল্মের গল্প লেখা ছেড়ে দিয়ে একটা দরকারী কাজ করো না ! বাড়ীর বড় ছেলে তুমি, কিছু রোজগার করো।

অমর ॥ (কটমট করে তাকিয়ে) দিন না একটা ভালো চাকরি জুটিয়ে। সে ব্যাকিং আছে ? একটা ব্যবসা করবো—তার মূলধন আছে ?, বলা খুব সহজ—বলতে তো মুখের ট্যাক্স লাগে না। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি আর আপনার কাছে হাতখরচা চাই না।

[প্রস্থান]

কর্তা ॥ আরে, আরে, কী হলো কী ?—তুমিই বা কোঁপাচ্ছো কেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ?—

পাঁচু ॥ আপনি আমারে দেশে পাঠিয়ে দিন, আমি আর এখানে থাকবো না—

কর্তা ॥ আ হা—কী, হয়েছে কী, তাই খুলে বলো না! কী? বড়দা গালাগালি করেছে? তা করলেই বা—সে তোমার চেয়ে বয়সে বড়ো—গুরুজন—ছুটো কথা বল্লে তুমি সইতে পারো না? না না, এ্যাতো বিনয়েব অভাব তো ভালো কথা নয়—

পাঁচু ॥ সমর আমারে চটিজুতো খুলে মারতে এইছিলো।

[কেঁদে ফেলে]

কর্তা ॥ একি, একি—এই রকম করলে তো কোনও যুক্তি চলে না—সমব তোমার চেয়ে বয়সে ছোট, কোন কাজ যদি ভ্রমবশে করেই ফ্যালে তা তুমি মানিয়ে নিতে পারো না? তুমি বড়ো, তুমিই তো বুঝেশুনে চলবে, না কি?

তরলা ॥ (ভিতরে এসে) টিকে কোথায় রাখবো? [পাঁচুর হাতে টিকে দিয়ে চলে যায়]

কর্তা ॥ নাও ~~তামাক সাজো~~—বুঝলে পাঁচুগোপাল, এই জন্যই এতদিন তোমাকে দোকান কবে দিইনি। ট্রেনভাড়া খরচা করে দেশ থেকে তোমাকে এখানে নিয়ে এলাম—চারমাস ঘরে বসিয়ে খাওয়ালাম—একজোড়া কাপড় কিনে দিলাম—কেন বলো? তুমি আমার আত্মীয় না বন্ধুও না—কবে ছোটবেলায় তোমার মা আমার স্ত্রীকে গ্রাম-সুবাদে দিদি বলে ডাকতো কেবল সেইটুকু কথা ভেবেই—ভাবলাম কায়েতের ছেলে—সুযোগের অভাবে লেখাপড়া শিখতে পারেনি—যদি একটা হিল্লে করে দিতে পারি,—নিয়ে এলাম তোমাকে! তা এখন এই চারমাস

বাদে হঠাৎ যদি তুমি আজ হুট্ করে বলে বসো যে আমাকে দেশে পাঠিয়ে দিন—তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ায়? এই যে তোমাকে আনা, রাখা, ফের ফেরত পাঠানো—সব খরচাটাই আমার গাঁটগচ্চা? অবিশ্যি তা যাক্, তাতে কিছু এসে যেতো না, যদি দেখতাম যে আমার লোকসান করেও আখেরে তোমার কিছু লাভ হোলো।—কিন্তু এতো তা না—এতো 'ন দেবায় ন ধর্মায়'! না, না, পাঁচুগোপাল, এমন করলে তো বাঁচতে পারবে না। তুমি আমায় বলেছিলে, দোকান করে দেবেন, আমিও বলেছিলাম দোব। কিন্তু ছাখ, এই চারমাসেও তো আমার কাছে প্রমাণ করে দিতে পারলে না যে, তুমি একটা দোকান চালাবার উপযুক্ত হয়েছো। ঘরের লোকের এই সামান্য ব্যাপারে তোমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, আর সেখানে যে বাইরের সব অনাত্মীয় লোক, তারা কড়ি ফেলবে আর চোখ পাকিয়ে তেল মাখবে। তুমি সামলাবে কেমন করে? শেষকালে এই আজকের মত একদিন হুট্ করে এসে বলবে—আমায় দেশে পাঠিয়ে দিন।—ভাবো। পাঁচুগোপাল ভালো করে ভাবো। সংসার বড়ো কঠিন ঠাঁই।—কী, চুপ করে আছো যে, বলি বুঝলে কিছু?

পাঁচু ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ—

কর্তা ॥ কী বুঝলে?

পাঁচু ॥ আজ্ঞে, এই যা বল্লেন—

কর্তা ॥ এই ছাখ, আরে, আমি তো বল্লাম—কিন্তু তুমি কি বুঝলে সেটা বলো—

পাঁচু ॥ (বিপদগ্রস্ত হয়ে) আজ্ঞে—এই—ইয়ে—সংসার বড়ো কঠিন ঠাঁই—

কর্তা ॥ এই। অতএব, কী করতে হবে ?

পাঁচু ॥ আজ্ঞে, এই সামলে চলতে হবে—

কর্তা ॥ এই। কিন্তু তুমি তো বাপু সামলে চলছো না।—ঐ যে আমাদের ভাড়াটে উপরতলার সুধামাধববাবুর বয়াটে শালাটা আছে না ? কী নাম যেন ? বটু, বটু। তার সঙ্গে তোমার এতো ভাব কিসের ? জানো, সে তোমার অমরদাকে লোহার ডাণ্ডা দিয়ে মারতে এসেছিলো ?

পাঁচু ॥ সে বড়দা একটা মেয়েরে দেখে নাকি শিস্ দিয়েছিলো তাই—

কর্তা ॥ ওসব বাজে কথা। তুমি দেখেছিলে শিস্ দিতে ? [পাঁচু মাথা নাড়ে]—তবে ? আসলে ঐ বটু হলো একটা গুণ্ডা, বখা, বদমায়েস। আর তুমি হলে ভদ্রলোকের ছেলে, গ্রাম থেকে শহরে এসেছে কাজ করতে, খেটেখুটে নিজের উন্নতি করতে। তোমার কী ঐ সব লোকের সঙ্গে মেশা উচিত ?

পাঁচু ॥ মেসোমশাই, বটুদা আমারে খুব ভালবাসে—

কর্তা ॥ তবেই হয়েছে, পাঁচুগোপাল, ওসব হোলো ভূতের ভালবাসা। ভালবাসতে বাসতে একেবারে ঘাড়ে চড়ে বসে। ওসব না, ওসব না, ওসব কুসঙ্গ পরিত্যাগ করো, ক'রে আমার এই শান্তির সংসারের মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবে—

[গিন্নির প্রবেশ]

গিন্নি ॥ (শান্তিঘাতী উচ্চৈস্বরে) হ্যাঁগা, তুমি পাঁচুর সামনে বড় খোকাকে কী বলেছ ? সে রেগে আগুন, চা'টা কিছু খাচ্ছে না। তোমারও বলিহারী যাই। তোমার কি

ভীমরতি ধরেছে? যা বলবার তা তুমি আড়ালে ডেকে বলতে পারতে না? পাঁচুর সামনে বাড়ীর বড়ছেলের কী মান্যিটা রাখলে?

কর্তা॥ তুমিই বা পাঁচুর সামনে বাড়ীর কর্তার কোন্ মান্যিটা রাখছো? কথা নেই বার্তা নেই এসেই ধমকাতে আরম্ভ করলে?—

গিন্নি॥ তা, তুমিই বা পাঁচু এখানে বসে আছ কেন হাঁ করে? দেখছ একটা সাংসারিক কথা বলছি, যাও ভেতরে গিয়ে বাজার যাবার জন্যে তৈরী হও—

[পাঁচুর প্রস্থান]

গিন্নি॥ চলো, ভেতরে গিয়ে বড়খোকাকে একটু ব'লেক'য়ে সামলাও—

কর্তা॥ আমি কি সামলাবো!

গিন্নি। তুমি হলে বাপ, তুমি তোমার ছেলেকে সামলাবে না তো কে সামলাবে?

কর্তা॥ আর সে হলো সোমত্ত ছেলে, সে তার বুড়ো বাপকে একটু সাম্‌লে চলতে পারে না? পেন্‌সন নিয়ে বসে যে একটু পুণ্য-চিন্তা করবো তার পর্যন্ত যো নেই, একে সামলাও—ওকে সামলাও—বলি, আমাকে তো কেউ সাম্‌লাতে আসে না।

[অমরের প্রবেশ ও জুতা পরন। একটু স্তব্ধতা]

গিন্নি॥ তুই আবার কোথায় চল্লি চা-টা না খেয়ে?

[কোনও উত্তর নেই]

কর্তা॥ ইয়ে বড়খোকা, আমি ভাবছিলুম কি বাইরের দাওয়ার ওপরে যদি দু'পাশে দুটো দোকান করে ভাড়া দেওয়া যায়

কী রকম হয়? সেলামী বলেও কিছু পাওয়া যাবে-- তা ছাড়া মাস গেলে—

অমর ॥ সে আপনার বাড়ী—আপনি বুঝবেন, আমি কী বলবো—

গিন্নি ॥ বড়খোকন. মাথা খা, সকালবেলা খালিপেটে বেরুস্‌নি —পিত্তি পড়লে হাত-পা জ্বালা করে—

অমর ॥ আমার রান্না করতে হবে না, সমরকে দিয়ে আমার জামা-কাপড়গুলো বিমানদের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ো।

[অমরের প্রস্থান]

গিন্নি ॥ হোল তো?—হাতে নল নিয়ে বসে আছ কী গো, একবার উঠে ত্থাখ ছেলেটা কোথায় গেল?

কর্তা ॥ যাচ্ছি, যাচ্ছি। ঠিকানা তো দিয়েই গেল, সেখানে বসে চা-টা খাক, একটু ঠাণ্ডা হোক তারপর যাচ্ছি।

গিন্নি ॥ তোমার বুকে কি একটুও দয়ামায়া নেই, হ্যাগা।

কর্তা ॥ দয়ামায়া সবই ছিল গিন্নি—হয়তো একটু বেশীই ছিল, কিন্তু জীবনের থাপ্পড় খেতে খেতে সব যেন কেমন গুলিয়ে গেছে। চাকরিতে যখন ঢুকেছিলুম তখনকার দিনে চারশো টাকা রোজগার করলে গাড়ী রাখা যেত। আর যখন পেন্‌সন পেলুম, তখন মাছের দর ।০ থেকে ৪৲ টাকা। টাকার দরই দিলে কমিয়ে। অথচ গোড়াতেই যদি বলে দিত যে জুচ্চুরি হবে, তাহলে আরো ভাল করে মন পুরে ঘুষ নিতুম। তাও যা কিছু নিয়েছিলুম বলে বাড়ীটা হলো আজ তাই ভাড়া দিয়ে সংসার খরচ উঠছে।

গিন্নি ॥ তাও বা কতো'কটি টাকা।

কর্তা ॥ ঝামেলা কি একটা! বেশী দিন ভাড়াটে থাকলেই

লোকসান। এই গ্যাখনা, চারদিকে আবার নতুন হিড়িকে ভাড়া বেড়ে যাচ্ছে। অথচ আমি বাড়াতে পারছি না।

গিন্নি॥ একটা খবর শুনেছ? ডাক্তারদের বাড়ীর গ্যারেজের ওপর তিনখানা ঘর করেছে না? আর সে কি ঘর, বিছানা করলে আর একটা আলমারি বা টেবিল রাখবার জায়গা থাকে না—সেই তারই ভাড়া নিচ্ছে ২৫০৲ টাকা। মাদ্রাজী ভাড়াটে যে। তুমিও বাপু ওপরতলার সুধামাধববাবুদের তাড়াও, তাড়িয়ে মাদ্রাজী ভাড়াটে আনো! যা চাইবে সেই ভাড়া দেবে। আর কোনও গোলমাল-ঝঞ্চাট নেই। নিত্যিরোজ ফ্যাচাং ফ্যাচাং নেই। বুঝলে?

কর্তা॥ বুঝি তো সব, কিন্তু একটা ফিকির বের করতে হবে তো।

[সমরের প্রবেশ। হাতে কাঠির ওপর ময়লা কাপড়]

সমর॥ Just see. Just see.

কর্তা ও গিন্নি॥ কী হলো আবার? এটা কী?

সমর॥ See once, open your eyes to see once, হারামজাদার কাণ্ডটা just see—

কর্তা॥ খেলে কচুপোড়া! বাংলায় বলনা—

সমর॥ (রেগে হাঁফাতে হাঁফাতে) He put his cloth on my আল্না! আমার আল্না ওর ময়লা কাপড় রাখবার জায়গা? কী ভেবেছে ও, what has he thought? বেটাচ্ছেলেকে আমি মেরেই ফেলবো। I shall kill him.

[প্রস্থান]

কর্তা॥ নাঃ, এই পেঁচো হারামজাদাকে নিয়ে সত্যিই আর চলবে না—

গিন্নি॥ তুমি বাপু ওকে আজই বিদেয় করো। ভেবেছিলুম যে

ভাদ্দরমাসের কটা দিন গেলেই ওকে তাড়াবো। কিন্তু এ যে একেবারে হাড়মাস ভাজা ভাজা করে ছাড়লো। নিত্যি অষ্টপ্রহর একটা না একটা ফৈজৎ লেগেই রয়েছে, তার ওপর আবার ঐ ওপরের গিন্নির গুণ্ডা ভাইটার সঙ্গে মিশছে, আমার তো বাপু ভয়ে গা কাঁপে। দূর করো দূর করো, আজই ও-পাপ বিদেয় করে শান্তি দাও।

কর্তা ॥ দূর তো আমি এখুনি করে দিতে পারি। তাতে কি আর শান্তি আসবে? বরঞ্চ তখন দেখবে অশান্তি একেবারে দাউ দাউ করে জ্বলতে লেগেছে।

গিন্নি ॥ সে আবার কী কথা, কেন?

কর্তা ॥ বলি, তখন এই কাজগুলো করবে কে? এই কাপড় কাচাকাচি, ঘর সাফ করা, ফুটফাট ফাইফরমাস খাটা,— গতরে কুলোবে? কেরানীর বাড়ীতে জন্মালে কী হয়, মেজাজ তো একেবারে জমিদারের মতো, পূর্বপুরুষে কবে ঘি খেয়েছিল তাই আজও হাতে তুড়ি বাজে না।

[কর্তা দরজার দিকে এগোন]

গিন্নি ॥ বেশ, বেশ, তোমায় আর বংশের খোঁটা দিয়ে কথা বলতে হবে না,—বাসন মাজতে হয়, কাপড় কাচতে হয় সে আমি করবো।

কর্তা ॥ তার মনে বিনোদ ডাক্তারের বিল আরো বাড়বে।

গিন্নি ॥ ছাখ, শরীর তুলে কথা বোলো না। যদ্দিন তোমার পাঁচুগোপাল না এসেছিল তদ্দিন কি সংসার আটকে ছিল? দু'বেলা মাজা-থালায় ভাত খাওনি, না, কাচা কাপড় পরোনি, যে আজ এতো বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে কথা বলছ? সেদিন কি তুমি এসে থালা মেজে দিয়েছিলে?

কর্তা ॥ আঃ হা, কী আশ্চর্য, এতে এতো রাগারাগির কী আছে! আমিও তো সেই কথাই বললুম, যে ছাখ, আর একটা লোক ছাখ, তারপর তাড়িয়ে দিলেই হবে। আমারও সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভালো। ছাখ ছাখ একটা লোক ছাখ। আমি যাই বিমানের বাড়ীতে, বেশী দেরী হলে বড়বাবু আবার ঠাণ্ডা থেকে ফের গরম হয়ে উঠতে পারে। —মা জগদম্বা, কত দিক সামলেই যে সংসার করতে হয়!

[কর্তার প্রস্থান। ভিতর থেকে সমরের প্রবেশ]

সমর ॥ মা, বাজারে যেতে হবে কিনা বলো। আমি কিন্তু পাঁচুকে নিয়ে যাবো না, মুটে দিয়ে নিয়ে আসবো।

গিন্নি ॥ মুটে দিয়ে নিয়ে আসবে, পয়সাকে খোলামকুচি পেয়েছ, না? বাড়ীতে একটা লোক বসে বসে অন্ন ধ্বংস করছে, তাকে বসিয়ে রেখে উনি পয়সা খরচ করে মুটে দিয়ে বাজার আনবেন।

সমর ॥ Very good, আমার এই condition,—take take আর no take তো no take,—অন্য লোককে দিয়ে বাজার করাও। আমি নেই, this is the end,

[জুতো পরতে থাকে]

গিন্নি ॥ ছাখ ছোটখোকা, যতো তোদের কিছু না বলা হয়, ততো তোদের আস্পর্দা বেড়ে যাচ্ছে, না?, বড়খোকা বেরিয়ে গেল, উনি গেলেন তার পিছনে পিছনে, এখন বাড়ীর বাজারটা কে করবে? পিণ্ডি গেলবার সময়ে তো শত্তুরের দল মুখ হাঁ করে আছো—

সমর ॥ ওসব হেঁকে কোনও ফল হবে না। পাঁচু গেলে আমি যাবো না,—I am not going—এতে তোমাদের

পোষায় বাজার হবে, আর না পোষায় তো there will be no marketing.

গিন্নি ॥ (একটু থেমে) কেন নিজের হাতে ব'য়ে আনতে কি মান খোয়া যায় ?

সমর ॥ Don't talk impossible things, আমি থলে হাতে করে বাজার নিয়ে আসবো কি ! Four annas for মুটে,—দিতে পারলে তো যাবো, নইলে not going.

গিন্নি ॥ সব শত্তুর এসে জুটেছে। (ভিতরে যেতে গিয়ে ফিরে) যে যা দাম চায় তাই দিয়ে এসো না। টাকা যেটা থাকবে সেটা তোমাদেরই থাকবে।

সমর ॥ (জুতো খুলতে খুলতে) হ্যাঁ হ্যাঁ সে যা থাকবে তখন যদি সীমার বিয়ে না হয় তো আবার তিনভাগ হবে। আর এখন যদি কিছু খরচ করি সেটা আমারই হবে।

[উভয়ের অন্দরে প্রস্থান]

[সীমা ঢোকে। বাইরের জানালা পর্যন্ত চলে যায়। কাকে যেন ইসারা ক'রে আসতে মানা করে, বলে চলে গিয়ে কোথায় যেন থাকতে। এমন সময় ঘরে ঢুকে পড়ে সমর ও গিন্নি। সীমা উত্তোলিত হাতটা হঠাৎ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে থাকে]

সমর ॥ (ঢুকতে ঢুকতে) তোমাদের খালি সস্তার মতলব—

গিন্নি ॥ (সীমার হাত ঘোরানো দেখে) ওকি করছিস ?

সীমা ॥ (হাতের মুদ্রা করে) মা, অমলাশঙ্কর কী রকম হাতটা করছিল ? কী রকম অদ্ভুত ভালো, না ?

গিন্নি ॥ তোমাকে আর জানালার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাতের নাচ দেখাতে হবে না। যাও, ভেতরে যাও।

[সীমার অন্দরে প্রস্থান]

•সমর ॥ এ নিশ্চয় সেই ছেলেটা, জানো মা—

গিন্নি ॥ তুমি নিজের চরকায় তেল দাও—তোমাকে আর সাউখুড়ি করতে হবেনা। যতো সব আপদ জুটেছে।

[গিন্নির অন্দরে প্রস্থান]

সমর (হতভম্ব থেকে ক্রুদ্ধ হয়ে) বাঃ,—একেবারে পেটি বুর্জোয়া!

[বাইরে প্রস্থান]

[পাঁচু ঘরে ঢোকে। বাইরের দরজা পর্যন্ত গেছে এমন সময়ে এদিক ওদিক চেয়ে সীমা ঘরে ঢোকে]

সীমা ॥ পাঁচুদা তুমি কোথাও যাচ্ছো?

পাঁচু ॥ (মাথা নেড়ে) দরজাটা বন্ধ করে দেব।

[দরজা বন্ধ করা হয় না]

সীমা ॥ পাঁচুদা, তুমি একটা কাজ করবে? মিলনকে তো তুমি চেনো? সেই যে কর্ডুরয়ের প্যান্ট-পরা উস্কোখুস্কো চুল, সেই যে—[পাঁচু চিনতে পারে] সে ঐ রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে। তুমি চট করে গিয়ে তাকে এই চিটিটা দিয়ে এসো না! খুব দরকারী চিঠি।

পাঁচু। এখুনি দে আসবো?

সীমা হ্যাঁ, রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে আছে কিনা। শোন, বাড়ীর কেউ যেন জানতে না পারে। তুমি আবার যেরকম বোকা। কাউকে বলবে না, বুঝলে?

গিন্নি ॥ (নেপথ্য থেকে) সীমা, কোথায় গেলি কোথায়?

সীমা ॥ লুকিয়ে রাখো, যেন দেখতে না পায়। যাই মা—

[সীমার দ্রুত অন্দরে প্রবেশ করার পথে গিন্নির প্রবেশ]

গিন্নি ॥ হ্যাঁরে, তোকে না বল্লুম তোর আল্‌নাটা গুছিয়ে রাখতে আবার এখানে কী করছিস্?

সীমা ॥ তুমি সব সময় ওরকম করো কেন বলতো! ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে, তাই না আমি পাঁচুদাকে বলছিলুম যে ডাক্তারখানার ঘড়িটায় দেখে আসে যে কটা বেজেছে।

গিন্নি ॥ যাবে'খন। আগে জমাদার এসেছে তাকে জল ঢেলে দিক। [যেতে গিয়ে] কী? অমন ঠুঁটো জগন্নাথের মত দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বল্লুম না জমাদার এসেছে, জল ঢেলে দাও।

পাঁচু ॥ [বাঁ হাতে চিঠিটা আড়ালে রেখে] আপনি আগে যান না, তা'পরে আমি যাচ্ছি।

গিন্নি ॥ তার মানে? কী হয়েছে কী তোমার? আ মলো, অমন ভ্যাবলার মত দাঁড়িয়ে আছো কেন?

সীমা ॥ [মাকে জড়িয়ে ধরে] শোন মা-মনি, একটা কথা শোন—

গিন্নি ॥ [ঝাঁঝে] থাম বাপু, নাখরা করিস্‌নি [পাঁচুকে] কী হয়েছে কী তোমার?

সীমা ॥ [প্রায় চিৎকার করে] কেন তুমি সর্বক্ষণ ঐ রকম কর বলতো! বাড়ীর মধ্যে দিনরাত কেবল চেঁচামেচি— চেঁচামেচি—আমি যদি এ বাড়ী থেকে পালিয়ে না যাই তো কী বলেছি। [প্রায় কেঁদে ফ্যালে]

গিন্নি ॥ আ গেলো যা! এ আবার কী ঢঙ।

সীমা ॥ (কেঁদে) আমি তোমাকে বলতে গেলুম যে আমার কাপড়টায় পাড় বসিয়ে দাও, তুমি কেন ঝেঁঝে উঠলে? আমি তোমার মেয়ে না? তুমি আমায় কুড়িয়ে পেয়েছ?

গিন্নি ॥ শোন্ শোন্ তুই এমন করছিস কেন?

সীমা ॥ (মাকে দরজার দিকে টানতে টানতে) তোমরা আমাকে মেরে ফ্যালো, মেরে ফেলে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দাও। তোমাদের আপদ শান্তি হোক—

গিন্নি ॥ ওমা, আমি এমন কী বললুম—শোন্ শোন্, সীমা—[সীমা মাকে টেনেই বের ক'রে নিয়ে যায়। পাঁচু চিঠিটাকে নানা সম্ভব-অসম্ভব জায়গায় লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করে। কিন্তু 'কোনটাই মনঃপুত হয় না। ভিতর থেকে জমাদার হাঁকে—'এ পাঁচু, পানি ডালো।' গিন্নির ডাক আসে 'ও পাঁচু।' পাঁচু চম্‌কে উঠে চেয়ারের কুশনের পিছনে চিঠিটা গুজে চেঁচিয়ে বলে—'যাই মাসীমা'। ছুটে ভিতরে চলে যায়]

[প্রবেশ করেন এক মহিলা পিছনে একজন যুবক]

মহিলা ॥ ওমা, এতো ঘরে কেউ নেই দেখছি—

যুবক ॥ বাইরে থেকে বেলটা টিপি, তাহলে শুনতে পাবে।

মহিলা ॥ খবরদার না, খবরদার না, অষ্টপ্রহর গিন্নি ঝি-চাকরকে বলছে, জানিসনা যে বেল বাজালে ইলেকট্রিকের পয়সা লাগে।

যুবক ॥ তা আমরা তো ওদের ঝি-চাকর নই।

মহিলা ॥ ভাড়াটে তো। ইলেকট্রিকের খরচ বাঁচাতে মাসের মধ্যে পনেরো দিন pump-টা খারাপ করে রেখে দেয়। দেখি কাউকে দেখতে পাই কিনা—বলি ও [তরলার প্রবেশ] এইতো, ওরে তরলা শোন্ ইদিকে শোন্। তোদের গিন্নি কোথায় রে?

তরলা ॥ ঐ যে শোবার ঘরে আছেন! ডেকি দেব?

মহিলা ॥ শোবার ঘরে? (যুবককে) শুনছিস্? (তরলাকে) তোর হাতে ছিস্টি সংসারের কাজ তুলে দিয়ে এই ভরা দিনে শোবার ঘরে শুয়ে আছে? পোড়া কপাল—[মুখে কাপড় দিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়েন]

তরলা ॥ অমা, শুতি যাবে কেন? দিদিমণির কাপড়ে প্যাপিং পাড় বসাচ্ছে।

যুবক ॥ আঃ দিদি, তুমিই টাকাটা দিয়ে দাও, আমি যাই—

মহিলা ॥ [হাসি থামিয়ে] ব'সে থাক্—(তরলাকে) তোর মতো একটা লোক পেলে আমি যেন বেঁচে যেতুম। দে না বাবা, দেখেশুনে একটা বিশ্বেসী লোক। বাড়ীঘর সব তার জিম্মায় থাকবে। আপনার মনে করে করবে। লোক তো মোটে তিনটি। আমি, আমার ভাই, আর উনি।

তরলা ॥ লোক কম হলেই কি আর ঝি-চাকর বিশ্বেসী হয়? বিশ্বেসী হয় ব্যাভারে। অসুখ হলে ওষুধের খরচা পাবে না, ছুটি নিলে মাইনে কাটা যাবে, পেটভরে খেতি চাইলে রাক্ষস ব'লে বাপান্ত করবে, আর ঝি-চাকরে আপনার মনে করবে! কুকুর-বেড়ালেও কামড়ে দেয়, মানুষ বলে কি অথব্ব নাকি?

যুবক ॥ দিদি আমি চল্লুম—

মহিলা ॥ বোস্। (ঘনিয়ে ওঠা চোখে) এসব কি তুই আমায় ঠেস্ দিয়ে বলছিস্ নাকি? হ্যাঁরে তরি?

তরলা ॥ এমন ধারা ব্যাভার যাব তাবে ঠেসে বলছি। আপনি যদি হও তো আপনি, আর না হলে না। [খরখর ক'রে দরজার দিকে চলে গিয়ে] অতদিন পাঁচুকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়ে তাকে অবহেনস্থা করেন্নি?

[প্রস্থান]

মহিলা। দেখ্‌লি দেখ্‌লি! পোড়ারমুখী ঝিয়ের মুখে নুড়ো জ্বেলে দেবো। নগদ কাপড় কিনে দিইছি না—

যুবক ॥ (হাত তুলে) তুমি দাওনি দিদি, আমি দিয়েছি।

মহিলা ॥ যেই দিক। আর সে কার টাকায় কিনেছিলি? তোর নিজের রোজগারের? আমার টাকায় না?

যুবক ॥ এই জন্যেই তোমাদের বাড়ীতে চাকর বাকর থাকে না। চাকর তো আর বেকার নয়। আর তোমার ভাইও নয়। যাই। [উঠে পড়ে]

মহিলা ॥ (জামা টেনে) যাচ্ছিস যে বড়ো? ঐ মিস্ত্রির ১০৲ টাকা কাটতে হবে না? তুই বেটাছেলে হয়ে পালিয়ে যাচ্ছিস! আর আমি একা মেয়েছেলে মুখোমুখী করবো!

যুবক ॥ কিচ্ছু ভেব না দিদি। তুমি আমার মতো বেটাছেলের অন্ততঃ দশটার সমান। পঞ্চপাণ্ডবে কেন দ্রৌপদীকে বিয়ে করেছিল জানো? একলা কেউ সামলাতে পারতো না, তাই পাঁচজনে মিলে ঠেকাতো। বাব্বা—

[দু' হাত মাথায় তোলে। বোন রেগে দাঁড়িয়ে উঠতেই পিছনের দরজা দিয়ে গিন্নির প্রবেশ]

গিন্নি ॥ কি ভাগ্যি, কি ভাগ্যি। গরীবের বাড়ী পায়ের ধুলো পড়লো? বসুন।

মহিলা ॥ না ভাই, আর বসবো না, আমার আবার একটু তাড়া আছে।—এ-দু-গাছা চুড়ি বুঝি নতুন গড়ালেন?

গিন্নি ॥ হ্যাঁ। তা অনেক পড়লো, সোনার যা দর হয়েছে, বাব্বা।—

মহিলা ॥ কী মন্তরে আপনার কর্তাটিকে ভুলিয়ে রেখেছেন ভাই? সীমার তো দেখি—হুঁ হুঁ—আর এই বয়সেও তার মায়ের গায়ে গয়না হচ্ছে, চুড়ি হচ্ছে। কর্তার মাথাটি একেবারে খেয়ে রেখেছেন।

গিন্নি ॥ আর ভাই, আমরা হলুম ছেলেপুলের মা, আমাদের আর কদর কী, কদর তো আপনাদের। ছেলেপুলেই

হোল না, বয়েসটাও তাই অনেক অল্প দেখায়। মাথা ঘোরাবার জন্যে তো ভাই আপনারাই আছেন।

মহিলা ॥ (মুখ কালো করে ভায়ের উপর ঝেঁঝে) কী বলতে এসেছিস বল্।

যুবক ॥ তুমি বলো না, টাকাটা তো তোমারই কাছে বাপু, দাও,—বলো—

মহিলা ॥ (ভাইযের প্রতি কুটিল দৃষ্টি হেনে) আমরা ভাই একটু এখুনি বেরুচ্ছি। তাই ভাড়াটা দিতে এলুম।

গিন্নি ॥ [হাতটা কাপড়ে মুছে টাকাটা নেন] এই মাসের তো? রসিদটা বোধ হয় সই করাই আছে, দিচ্ছি। (টাকাটা গুনতে যান]

মহিলা ॥ ওর মধ্যে ইয়ে—পনেরোটা টাকা কম আছে। ঐ যে আপনারা বল্লেন pump টা সারিয়ে নিতে, ঐ পনেরোটা টাকা মিস্ত্রীকে দিতে হয়েছে।

গিন্নি ॥ পনেরো টাকা! এতো কী করে হবে! আমরা তো যতোবার সারিয়েছি—কোনও বারে তো চার পাঁচ টাকার বেশি লাগেনি ভাই।

মহিলা ॥ সেইজন্যেই তো খালি খালি খারাপ হয়ে যেত ভাই। তাই এবার বটু ভালো মিস্ত্রী এনে নতুন বিলিতী কী সব parts-টার্টস লাগিয়ে ঠিক করে দিয়েছে, এবার ও আপনার —

গিন্নি ॥ না, না, এতো বড়ো মুশকিল হলো। এ্যাতো টাকা তো আমরা দিতে পারব না। এ্যাতো টাকা আমরা দোব কি করে ভাই? [সৌজন্য করে হাসলেন]

মহিলা ॥ (তেমনি হেসে) দিতে ' যে হবেই ভাই, আমাদের যখন

বলা হয়েছে সারিয়ে নিতে, তখন টাকা তো দিতেই হবে। তবে যদি বলেন যে, একমাসে কেটো না, কষ্ট হবে, বেশ তো আমরা তিন মাসেই কাটবো।

গিন্নি ॥ না ভাই। এ টাকা আমি রেখে দিচ্ছি। উনি এসে তারপর যা হয় ফয়সালা ক'রে রসিদ দেবেন।

মহিলা ॥ তাহলে বরঞ্চ' ভাই, টাকাটা আমি নিয়ে যাই। তারপর উনি এসে আপনার কর্তার সঙ্গে যা হয় ফয়সালা ক'রে টাকাটা দিয়ে যাবেন। চল্‌রে। চলি ভাই।

[দুজনের প্রস্থান।]

[গিন্নি খানিকক্ষণ কট্‌মট করে তাকিয়ে থাকেন]

গিন্নি ॥ চামার—আঁটকুড়ো—

[সরোষে বাইরের দরজার ছিটকিনি তুলে দিয়ে ঘুরে বাড়ীর মধ্যে চলে যান। পাঁচু ঢুকে এদিক ওদিক খুঁজতে থাকে। সীমা ঢোকে]

সীমা ॥ যাওনি এখনো ? যাও শিগ্‌গির।—কী, কী খুঁজছো কী ?

পাঁচু ॥ চিঠিটা কোথায় যে রাখলাম খুঁজি পাচ্ছি না।

সীমা ॥ সেকি।

পাঁচু ॥ যাকগে, তুমি আর একটা লিখে দাও, আমি এক্ষুনি গিয়ে দে আস্‌ছি—

সীমা ॥ হাঁদা, উজবুক, একের নম্বর পাঁঠা! এখন আমি কী করি ? কোথায় রেখেছ কোথায় ?

পাঁচু ॥ এইখানেই তো রাখলাম।

[যেখানে যেখানে পাঁচু চিঠিটা লুকোবার চেষ্টা করেছিল সবই প্রায় দেখতে লাগলো, কেবল আসল জায়গাটা বাদ দিয়ে। সীমা পাগলের মতো খবরের কাগজের তাড়া জুতোর সেল্‌ফ সব খুঁজতে লাগলো।' পাঁচু শেষ যে

জিনিসটা দেখেছিল সেটাকে নিয়ে পূর্বের মতো দরজার কাছ থেকে 'যাই মাসীমা' বলে ছুটে গিয়ে জিনিসটা আবার রাখলো।]

সীমা ॥ (চমকে) কী, মা ডাকলো বুঝি?

পাঁচু ॥ না, তখন যেমন ছুটেছিলাম তেমনি ছুটে দেখছি যদি মনে পড়ে।

সীমা ॥ ছুত্তোর। সঙ্ সঙ্ এসেছে।

[তরলা আসে]

তরলা ॥ কী গো, অমন হন্যে হয়ে কী খুঁজতি নেগেছ?

সীমা ॥ কিছু না, তুই যা এখান থেকে।

তরলা ॥ আমি তো যাবই। মা তোমারে ডাকতেছেন, তুমি যাবে তো যাও নয়তো বলো আমি যেয়ে বলতিছি যে দিদিমণি আসবে না বলেছে—

সীমা ॥ তোর বড় আস্পর্দা বেড়েছে তরলা—[সীমা একবার পাঁচুর দিকে কটমট করে তাকিয়ে ভিতরে চলে যায়। তরলা এগিয়ে আসে]

তরলা ॥ এই নে, নাড়ুটা খেয়ে ফেল্—

পাঁচু ॥ পেলি কোথে?

তরলা ॥ আমারে জলখাবার দিয়েলো, তুই খা—

পাঁচু ॥ নাঃ তুই খা—

তরলা ॥ খা না বাপু, অতো সাধাসাধি করতি পারি না।

পাঁচু ॥ (নাড়ু নিয়ে) আমারে দিল্লি কেন?

তরলা ॥ তোর ওপর আগ করেছিলাম, আগ চলে গেল, তাই দিলুম।

পাঁচু ॥ (হেসে) ক্ষিদে পেইছিল।

তরলা ॥ (হঠাৎ সামনে ব'সে প'ড়ে) তুই চ', এখান থেকে পালিয়ে চল। এখানে থাকলে তোর সর্বনাশ হয়ে যাবে।

পাঁচু ॥ (বিষন্নভাবে) কোথায় যাবো ?

তরলা ॥ পুরুষ তুই, দুটো হাত আছে, তোর আবার ভয় কিসির ?—আমি তোরে খাওয়াবো। খালি পিতিজ্ঞে কর জম্মভোর যা রোজগার করবি, সব আমার হাতে এনে দিবি ?

পাঁচু ॥ (হেসে) দেবো। আমার যা কিছু পয়সা হবে সব তোরে দেবো। তুই খুব ভালো।

তরলা ॥ সত্যি গেলে বল্।

পাঁচু ॥ দেবো, দেবো, দেবো তিনসত্যি।

তরলা ॥ তা নয়·· সত্যি গেলে বল্ যে আমি ভালো।

পাঁচু ॥ সত্যি ভালো। তুই খু-ব ভালো।

তরলা ॥ (একটু পাঁচুর দিকে তাকিয়ে থেকে) আ মরণ !

[বেল বেজে ওঠে। তরলা ত্রস্ত পদে চলে যায়। পাঁচু দরজা খুলে দেয়, কর্তা আসেন]

কর্তা ॥ পাঁচু, তোমার মাসীকে বলো, যেন অমরের রান্না করে সে এসে খাবে। আর তামাক সাজা আছে ? একটা কলকে ধরিয়ে নিয়ে এসো।

[পাঁচুর প্রস্থান।—গিন্নি আসেন]

কর্তা ॥ অমরকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করে এসেছি, বাড়ী এসে খাবে।

গিন্নি ॥ এদিকের খবর জানো ? ওপরতলার গিন্নি ভাড়া দিতে এসেছিল।

কর্তা ॥ দেখলুম কর্তাগিন্নি মোড়ের থেকে ট্যাক্সি ধরলেন—

গিন্নি ॥ তুমি কেন ওদের বলেছিলে pump-টা সারিয়ে নিতে ? তোমার ঘটে কি এতটুকু বুদ্ধি নেই ? আজ এসে বলে, পনেরো টাকা লেগেছে মিস্ত্রীব, ভাড়া থেকে কেটে নেবে।

কর্তা ॥ সেকি ! পনেরো টাকা !

গিন্নি ॥ যাও আরও আদিখ্যেতা করে নিজেদের সারিয়ে নিতে বলো। বুদ্ধির ঢেঁকি।

কর্তা ॥ কী মুশকিল। আমার অবস্থাটা একবার ভেবে ছাখতো। তুই ছেলে বাপের হোটেলে ভাত খান আর বাবু সেজে আড্ডা মারতে যান। আর, ঠিক তক্ষুনি আবার আমাকে A G B.-এর দোরে গিয়ে সারাদিন ধরনা দিতে হবে পেন্সনের টাকার জন্যে। আর এরা এদিকে জল পাচ্ছি না বলে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করছে। কী করবো সেই সময়ে সেটা ব'লে দাও।

গিন্নি ॥ আমাদের দশাটাই এখন শনির দশা পড়েছে। বলছি এতো ক'রে, তুমি একটা নীলা পরো। পরো বুঝলে ?

কর্তা ॥ শনির দশা কি এখন খালি আমার ? নীলা পরাতে গেলে পুরো বাংলাদেশটাকেই বেড়ে একটা নীলা পরিয়ে দিতে হয়, বুঝলে ! [পাঁচু তামাক দিয়ে গেল]

গিন্নি ॥ যাক্‌গে। ও টাকা ফেরত নিয়ে চলে গেল। বল্লে ফয়সালা হলে তবে ভাড়া দেব। [সীমা ঢুকে মা বাবাকে লুকিয়ে চিঠি খুঁজতে থাকে]

কর্তা ॥ মিত্তির কায়েত তো, ওদের গাঁটে গাঁটে বজ্জাতি-বুদ্ধি। ও তাড়াবো আমি, এক্ষুনি নোটিস্ দেবো। বলবো, আমরা থাকবো। তারপর ওপরতলায় চলে গিয়ে নীচেটা ভাড়া দেবো। মগের মুল্লুক পেয়েছে !

গিন্নি ॥ হ্যাঁরে সীমা, তুই এতক্ষণ ধরে ওখানে কী হাঁটকাচ্ছিস্ ?

সীমা ॥ আমার Botanyর খাতাটা কোথায় হারিয়ে গেছে, পাচ্ছি না।

গিন্নি ॥ লেখাপড়ার ধুচুনি সব। নে সর, আমি খুঁজে দিচ্ছি।

সীমা ॥ না, না, তোমায় খুঁজতে হবে না। তুমি যাও।

গিন্নি ॥ না, বিয়ের সম্বন্ধ আসছে, তোমায় এখন ধুলো ঘাঁটতে হবে না। যাও খানিকটা সর তুলে রেখেছি, মেখে চান করতে যাও।

সীমা ॥ বলছি না, তোমায় খুঁজতে হবে না। আমার কিছু হারায়নি। ঘাট হয়েছে আমার যে তোমার কাছে বলতে গেছি।

গিন্নি ॥ আচ্ছা, তোরা সব সময় এমন খেঁকিয়ে উঠিস কেন বলতো ? একটু মিষ্টি করে কথা বলতে শুনিস্নি কাউকে ? তোদের বয়সে তো বাপু আমরা এরকম ছিলুম না। এখনও পর্যন্ত আমি লোকের সঙ্গে হেসে ছাড়া কথা কইতে পারি না।

সীমা ॥ তুমি যাওনা বাপু, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি যাও।

গিন্নি ॥ কিছুতেই যাবো না। তোর হুকুম ? যতো কিছু বলি না তোদের, ততো তোদের আস্পর্দা বাড়ছে! আমি খুঁজে বের করবো, তবে ছাড়বো।

(বলেই খুঁজতে স্বরু করেন। এমন সময়ে দরজায় একজন প্রৌঢ়ের আবির্ভাব)

প্রৌঢ় ॥ (গলা খাঁকারি দিয়ে) যদুগোপালবাবু—

কর্তা ॥ (চম্‌কে) আরে চিত্তবাবু—আসুন, আসুন—

প্রৌঢ় ॥ (গিন্নিকে) নমস্কার।

গিন্নি ॥ (মাথায় ঘোম্‌টা টেনে ছোট্ট নমস্কার ক'রে) বসুন—

(প্রৌঢ়ের চোখ পড়ে সীমার দিকে। সীমা উঠে দ্রুতপদে ফিরে চলে যায়)

কর্তা ॥ বসুন—বসুন। ওরে সীমা, একটু চা কর্। এসব খুঁটিনাটি কাজকর্ম সব আমার মেয়েই করে। ওরে সীমা—

গিন্নি ॥ (মিষ্টি হেসে) যাই, আমি সীমাকে বলছি। ও আবার যা লাজুক মেয়ে—

কর্তা ॥ নিন্, তামাক খান। আমি আবার ঐ সিগারেট চুরুটে ঠিক তার পাই না।

প্রৌঢ় ॥ (দু'বার তামাক টেনে) হ্যাঁ, যে জন্যে এসেছি। আমি পষ্ট কথার মানুষ। সব কথা পষ্টাপষ্টি কয়ে নিতে চাই। ছেলের আমার তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়া দরকার। কেননা, ও আজকাল নানান সব political দলে মিশতে আরম্ভ করেছে। কাজে কাজেই বিয়েটা যত তাড়াতাড়ি হয়, ততোই ভালো।

কর্তা ॥ Politics করছে? তাহলে কি আর বিয়ে করতে রাজি হবে?

প্রৌঢ় দেখুন, আমি পষ্ট কথার মানুষ। ওসব অনেকের politics করা আমি দেখেছি। বিয়ের কথা হলে সুড়সুড় করে বিয়ে করবে, আর তারপর গেরেবাজ পায়রার মতো যেখানেই নিয়ে যান, ঠিক সন্ধ্যে লাগতেই ঘরে ফিরে আসবে।

কর্তা ॥ (হেসে) হে হে হে, তা ঠিক, বিয়েটা একবার হলে—

প্রৌঢ় ॥ (প্রায় ধমকে বাধা দেন) তা নয়, তা নয়। আমাদের সময়ে বিয়ে দিতে দেরী করলে আমরা ভয় দেখাতাম সন্ন্যাসী হবো, আর এরা politics-এ ঢোকে।

কর্তা ॥ হে, হে হে—

প্রৌঢ় ॥ যাক্‌গে। সব দিক বিবেচনা করে আপনার মেয়ে আমার পছন্দ হয়েছে। এইবার খোলাখুলিভাবে দেনাপাওনার কথাটা কয়ে নিতে চাই।

কর্তা ॥ (সশঙ্কে) ও, তা বলুন।

প্রৌঢ় ॥ এখন, আপনি বলতে পারেন যে একথার জন্য আমি এলুম কেন? আপনাকে ডেকে পাঠালেই হতো।—আমি পষ্টকথার মানুষ। আমার এক ভাই আছে। সে প্রেম করে বিয়ে করেছে। শুধু তাই নয়, বামুনের মেয়েকে বিয়ে করেছে। এখন, সে হোল পণ নেওয়ার বিরুদ্ধে। কাজেকাজেই তার সামনে এসব কথা তুলতে চাইনা। আরে, আমি ছেলেকে পড়িয়ে শুনিয়ে তাকে বড় করলুম, একটা investment, না কী? আমি তো তাকে মাগ্‌না ছাড়তে পারি না।

কর্তা ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, সে তো বটেই, এ তো সবলোকেই নিয়ে থাকে। শুধু মেয়ের বাপের ওপর যেন বেশী চাপ না দেয়। তারই তো নিজের মেয়ে। সে যতোটা পারবে নিশ্চয় সাধ্যমতো দেবে। পরস্পরের অবস্থা বুঝে মিলিয়ে জুলিয়ে বাস করা আর কি।

প্রৌঢ় ॥ (এক লহমা কর্তার দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর) দেখুন,

আমি পষ্ট কথার মানুষ। ঠকাতে পারলে স্বামী স্ত্রীকে ছাড়ে না, স্ত্রী স্বামীকে ছাড়ে না। সুতরাং যখন মেয়েকে পরের ঘাড়ে চালান করে দিচ্ছে তখন যতো সস্তায় পারে সেরে দেয়।

কর্তা ॥ না, না, এ আপনি কী বলছেন? সকলেই এরকম না। তার ওপরে যদি একমাত্র মেয়ে হয় তো তার জন্যে বাপের একটা দুর্বলতা থাকেই থাকে।

প্রৌঢ় ॥ ওসব না, ওসব না। Exception নিয়ে তো আর সমাজ চলে না। সাধারণ লোকের কথা হচ্ছে। যাক্‌গে আপনি কতোটা দুর্বল? কতো দেবেন?

কর্তা ॥ সে আর আমি কি বলবো—আপনিই বলুন।

প্রৌঢ় ॥ না, আপনিই বলুন।—বলুন।

কর্তা ॥ মুশকিলেই ফেললেন। আমি আর কি বলবো। আমার পক্ষে ভার যতোটা লঘু হয় ততোই ভালো।

প্রৌঢ় ॥ অর্থাৎ যতো সস্তায় হয়। ঠিক! এখন, ব্যাপার হচ্ছে যে আমার একটি বিবাহযোগ্যা মেয়ে আছে। দেখতে শুনতে—এই আমারই ধাঁচা পেয়েছে আর কি। কাজে কাজেই বুঝতে পারছেন—একটু বেশী পয়সা লাগবে। আর সেইজন্যেই আমি সুলুকসন্ধান করে ছেলেকে B. C. S-এ ভালো result করিয়ে দিলুম। এখন আমার মেয়ের বিয়ে দিতে নগদ দশ হাজার টাকা পড়বে আর ঘরখরচা। এর ওপর আপনি আপনার মেয়েকে যা দেবেন সে তো তারই স্ত্রীধন, আইনেই ছুঁতে দেবে না। তাছাড়া ছেলেকে ঘড়ি-আংটি যা দেবেন দেবেন, একটা স্কুটার দেবেন। এখন আপনি

যদি রাজী থাকেন, তাহলে আরো detail-এ কথা বলতে পারি।

কর্তা ॥ আজ্ঞে, এ্যাতো আমি পারবো কী করে? এতো আমার সামর্থ্যের বাইরে—

প্রৌঢ় ॥ আমাকে বলে কি লাভ বলুন, আমার মেয়ের যে শ্বশুর হবে সে তো শুনবে না। বিবেচনা করে দেখুন, যদি রাজী থাকেন তো আজই পাকা কথা দিয়ে যাবো।—ও আপনি নিজে ঠিক করতে পারবেন না। যান ওঁয়ার সঙ্গে একটু আলোচনা করে আসুন, আমি ততক্ষণ ভালো হয়ে বসছি।

(প্রৌঢ় ছাতা রেখে কাঁধের চাদরটা সোফার হাতলে রেখে জুতো খুলে পা তুলে বসেন। ভালো করে বসার জন্যে পিছনের কুশনটা সরাতে গিয়ে সীমার চিঠিটা হাতে পড়ে)

কর্তা ॥ (ঘটনাটা লক্ষ্য না ক'রে) আচ্ছা আপনি বসুন, আমি একবার বাড়ীর সঙ্গে পরামর্শ করে আসি!

(কর্তা পিছনের দিকে এগোন। অমর ঢোকে। প্রৌঢ় চিঠি পড়ছিলেন)

প্রৌঢ় ॥ শুনুন, শুনুন, আপনার মেয়ের নাম সীমা না?

কর্তা ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, বড় ভাল মেয়ে—

প্রৌঢ় ॥ দেখতেই পাচ্ছি। (চিঠি নাড়েন) আপনার মেয়ে মিলন বলে কাকে একটা চিঠি লিখেছে—

কর্তা ॥ মিলন? ও, হয়তো ওর কলেজের কোনও বন্ধু—মেয়ে-বন্ধুটন্ধু হবে।

প্রৌঢ় ॥ মেয়ে বন্ধু! এতে লিখেছে—'দুপুর দুটোয় পার্কের পশ্চিম দিকে থেকো। বাবা মা ঘুমোলেই আমি যাবো।

দুপুরে Victoria Memorial-এর বাগানটা খুব সুন্দর।
সকালে যেতে পারলাম না বলে রাগ কোরো না, লক্ষ্মীটি।
ইতি তোমারই ভালোবাসার সীমা।' একি মেয়ে-বন্ধুকে
লেখা? সে কেমন বন্ধুত্ব?

অমর॥ দেখুন, আমার মনে হয় যে ব্যাপারটা—

প্রৌঢ়॥ চোপ্! ভগবান বাঁচিয়েছেন, একেবারে সাপের গর্তে পা দিচ্ছিলুম। এতো একেবারে বেলেল্লার ব্যাপার।

(গিন্নি ঢোকেন, সঙ্গে পাঁচু ট্রেতে করে চা ও জলখাবার নিয়ে আসে)

কর্তা॥ আঃহা শুনুন, শুনুন, আপনি বুঝতে পারছেন না। ও নিশ্চয়ই সীমার কোন মেয়ে-বন্ধু হবে! হ্যাঁগা, মিলন বলে ওর এক মেয়ে-বন্ধু আছে না?

গিন্নি॥ হ্যাঁ; হ্যাঁ, ওদেরই সঙ্গে পড়ে একটি মেয়ে, মিলন। কতোবার এসেছে।

প্রৌঢ়॥ একটা মেয়েকে কী করে আর-একজন মেয়ে এ চিঠি লিখতে পারে, আমি বুঝতে পারছি না। আমার সন্দেহ হচ্ছে।

পাঁচু॥ অয়! আপনি এ চিঠি নিয়েছেন কেন? ওটা আমারে দিয়ে গ্যান—

প্রৌঢ়॥ এ কার চিঠি? কে দিয়েছে তোমাকে?

পাঁচু॥ সে আমারে বলতি বারণ করেছে, ওটা আমারে দিয়ে গ্যান—

গিন্নি॥ এই পাঁচু, যাও ভেতরে যাও—(পাঁচু ভিতরের দিকে যায়)

প্রৌঢ়॥ এই, এদিকে এসো। (পাঁচু ফেরে) ও কার চিঠি? কাকে দিতে হবে?

কর্তা ॥ মিথ্যে কথা বলবার জায়গা পাস্‌নি। যা ভেতরে যা—

পাঁচু ॥ মিথ্যে কথা কী? সীমা যে আমারে দিলে—

[ভিতরে যাওয়ার উদ্যোগ]

প্রৌঢ় ॥ (হুঙ্কার দিয়ে) এইখানে এসো। কাকে দিতে বলেছে? কার নামে এই চিঠি?

কর্তা ॥ সেই মেয়েটাকে দিতে বলেছে তো? বুঝতে পেরেছি— যাও ভেতরে যাও—

পাঁচু ॥ মেয়ে নয়। সে ফুটো পেণ্টুলুন পরে, মিলন বলে একটা ছেলে—

প্রৌঢ় ॥ (কর্তাগিন্নিদের দিকে তাকিয়ে) আমি পষ্ট কথার মানুষ। আপনারা বদমাইস, আপনাদের বাড়ী বদমাইস, আপনাদের গুষ্টি বদমাইস, আপনারা—ননসেন্স! [প্রস্থান। সকলেই হতভম্ব হয়ে চুপ করে থাকে। পাঁচু ট্রেটা কর্তার সামনে রাখে]

কর্তা ॥ দূর হ, দূর হ। এখনো দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

পাঁচু ॥ আমি কী করবো?

গিন্নি ॥ বেরোও, বেরোও আমার বাড়ী থেকে। শনি কোথাকার!

পাঁচু ॥ বারে, আমি কি কল্লাম!—চিঠিটা এক্ষুনি ছুটে গিয়ে দে আসবো?

গিন্নি ॥ বড়খোকা, তাড়িয়ে দে, এক্ষুনি তাড়িয়ে দে, লক্ষ্মীছাড়াটাকে দূর করে দে—

অমর ॥ শুধু তাড়াবো, আমি মেরে তাড়াবো বেটাচ্ছেলেকে। পাজী উল্লুক! [পাঁচুর ছেঁড়া গেঞ্জীটা চেপে ধরে; তরলা এসে দাঁড়িয়েছিলো দোরে, বলে ওঠে]

তরলা ॥ খবদ্দার গায়ে হাত দেবেনি বলছি। এঃ, বাবুগিরি

দেখাচ্ছে ! আমি পুলিশে গিয়ে এক্ষুণি বলে দোব যে অনাহক একটা ভালোমানুষেরে ধরে মারছো। লজ্জা করে না !

কর্তা ॥ অমর, গায়ে হাত তুলিসনি। ওর যা বাক্স-প্যাটরা আছে, বের করে দে। ও এক্ষুনি চলে যাক !

অমর ॥ বদমাইস কাঁহাকা। [ভিতরে চলে গেল]

তরলা ॥ তুই কিছু ভাবিস্‌নি। এই নে চাবি, আমার ঘরে গিয়ে বসে থাক। আমি আসছি।

গিন্নি ॥ তরলা তুই যদি ওকে বাড়ীতে ঠাঁই দিস, তাহলে তোরও কিন্তু এ বাড়ীতে ঠাঁই হবে না—

তরলা ॥ তাই হোক গো, ভগমান করুন তাই হোক। আমরা তো ছোটলোক, তাই এই ভদ্দরনোকের ব্যাভার আমার আর সহ্য হচ্ছে না।

[অমর দড়াম করে টিনের একটা ছোট প্যাটরা এনে ফেলে দেয়। আর পাঁচুর একটা ময়লা হাফশার্ট ও ধুতি]

অমর ॥ বেরোও আর কোন কথা নয় ; এক্ষুনি বেরোও। ব্যাটা-চ্ছেলে, হারামজাদা।

পাঁচু ॥ (টিনের বাক্স খুলে) এই চিরুনিটা আর এই কাপড় দুটো দিয়েছিলে—(সেগুলো আরো দু'তিনটে কৌটা রেখে দেয়। তারপর বাক্স বন্ধ করে সেটা নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। তরলাকে চাবিটা ফেরত দিয়ে বলে)—এই নে চাবিটা—

তরলা ॥ কেন আমার ঘরে যাবে না ? (পাঁচু মাথা নেড়ে দরজার দিকে এগোতে যায়) শোন, কোথায় যাচ্ছো তুমি। কোথায় যাবে ? [পাঁচুর মুখটা উত্তর দিতে গিয়ে কান্নায় কী রকম ভেঙে যায়, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে, কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ মুছে সে দরজায় দিকে এগোয়। তরলা মুখে

কাপড় দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎ দমকা বাতাসের মতো এসে পড়ে বটু—]

বটু ॥ এই যে, ওবে পাঁচু, তোকে যে লটাবির টিকিটটা কিনে দিয়েছিলুম সেটা কই? বার কর, বার কব। টিকিটটা কোথায় বাখলি?

অমর ॥ এই, বাড়ীর মধ্যে ঢুকে গোলমাল করছো কেন? পাঁচুর সঙ্গে দবকার থাকে তো বাইবে গিয়ে কথা বলো—

বটু ॥ তুই চুপোঃ—হুঁকোমুখো হ্যাংলা।—বার কর, বার কর এক্ষুণি। টিকিটটা কোথায় রাখলি? তুই টাকা পাবি রে বাবা টাকা পাবি।

কর্তা ॥ কী, ব্যাপার কী? বটু, ইয়ে বটুভাই, কী হয়েছে কী?

বটু ॥ আমার দিদি জামাইবাবু তো এই পাঁচুর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছিল, অবিশ্যি অন্যলোকেও করে, তাই আমি বল্লুম যে আমার তো আর বেশী পয়সাকড়ি নেই একটা বড়ো লটারিব টিকিট কিনে দি ওর নামে, যদি ওর বরাতে থাকে ও পাবে। আজ একটা কাগজে দেখি, যারা টাকা পেয়েছে তাদের নম্বর বের হয়েছে। তার মধ্যে একটা বোধহয় পাঁচু পেয়েছে—nom de plume মিলেছে,—কইরে পেলি?

পাঁচু ॥ না, সে কোথায় রেখেছি পাচ্ছি না।

বটু ॥ তুই পাঁঠা একটা ঘটোৎকচ,—খোঁজ, খুঁজে দেখ্।

তরলা ॥ কোমরের গেঁজেটায় খুঁজে ছাখ না গো [নিজেই পাঁচুর কোমরে দেখে]

কর্তা ॥ খোঁজ, খোঁজ, কাপড়চোপড়গুলো ঝেড়ে দেখ—তা, কত টাকা হবে বটুভাই? [কাপড়টা ঝাড়তে থাকেন। তরলা হাফশার্টের পকেট উলটে দেখলো]

বটু ॥ নেই? বাক্সটার মধ্যে আছে কিনা দেখতো?

[তরলা বাক্সটা খুলতে যাবে, গিন্নি এসে ছোঁ মেরে তুলে নিলেন—]

গিন্নি ॥ ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, আমি ভালো করে দেখছি—কতো টাকা পাবে, হ্যাঁ ভাই?

বটু ॥ খেলে কচুপোড়া, তাহলে তুই কোথায় রাখলি?

গিন্নি ॥ কই, এতে তো নেই—

কর্তা ॥ ভালো করে দ্যাখ, ভালো করে দ্যাখ,—ওরে অমর, ও যেখানটায় শুতো সেই বিছানাটার মধ্যে দেখে আয় তো, —তা কতো টাকা হবে বটুভাই?

বটু ॥ মশাই, আপনি মহা ঝামেলা করেন টিকিটটা আগে খুঁজে পাওয়া যাক, তবে তো টাকা।

[তরলা পাঁচুর ফেরত-দেওয়া কাপড়গুলো দেখছিলো। তারপর একটা কৌটো খুলে একটা কাগজ বের করে বল্লে—]

তরলা। দ্যাকেন তো, এই কাগজটা কিসির?

বটু ॥ (উল্লাসে) এই তো—

অমর ॥ (ফিরে এসে) না, নেই।

সকলে ॥ পাওয়া গেছে!

বটু ॥ (কাগজ মিলিয়ে) এই তো 0008530 (চিৎকার করে) হোয়! চিচিং ফাঁক—পাঁচু, তোর চিচিং ফাঁক—

কর্তা। শোন, শোন বটুভাই, একটু সংযত হও একটু সংযত হও কতো টাকা, এখন তো বলা যায় বাবা—

বটু ॥ এক ঘটি জল আনুন, শুনলে মাথায় ঢালতে হবে,—এক লাখ পঁচিশ হাজার! দেখেছেন কখনো এক সঙ্গে, ছুঁয়েছেন?

কর্তা ॥ অ্যাঁ—

তরলা ॥ (হঠাৎ গলায় কাপড় দিয়ে কেঁদে ফেলে জোড় হাতে বলে) বাবা বাবা—তুমি অনাথ আতুরের সহায়,—ভালোমানুষের চোখের জলে তোমার আসন টলে যায়। গড় করি গো বাবা, গড় করি—(বটুরও চোখ একটু সজল হয়, বলে—)

বটু ॥ ঠিক বলেছিস, ব্যাটাছেলে ভগবান এখনো মাঝে মাঝে এক একটা ভালো কাজ করে ফ্যালে, তাই টিঁকে আছে।

কর্তা ॥ দাঁড়াও দাঁড়াও, ব্যাপারটা ভালো করে বুঝতে দাও। পাঁচু ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা পাচ্ছে ? ওঃ!—গিন্নি, কোরামিনটা এনে দাও—[বসে পড়েন]

গিন্নি ॥ ওগো ডাক্তার ডাকো, আমার মাথাটা আবার টলছে— [গিন্নিও বসে পড়েন]

বটু ॥ আপানাদের পক্ষেও ভালোই হলো, আর ওকে নিয়ে আপনাদের কোন ঝঞ্ঝাট রইলো না,—ও এখন যাক, নিজের পায়ে দাঁড়াক,—

কর্তা-গিন্নি ॥ সেকি ! ও কোথায় যাবে ?

বটু ॥ যেখানে ইচ্ছে যাক। হিল্লী-দিল্লী-মক্কা-কাশ্মীর যেখানে ওর ভালো লাগে।—যদি শতকরা তিনটাকা করেও সুদ হয়, তাহলে দাঁড়ালো গিয়ে—তিন দশে তিরিশ—তিরিশ··· তিনশো · উরি ব্বাপ···কাজ নেই হিসেব করে। পাঁচুরে তোর সঙ্গে একটু গা ঘষে নিই, আয়······

তরলা ॥ (খিলখিল করে হেসে) ভ্যাখ ভ্যাখ মুখটা কেমন করতেছে ভ্যাখ (উচ্চৈস্বরে হেসে উঠে)

গিন্নি ॥ এ-সব কী অসৈরণ কাণ্ড হচ্ছে, হ্যাঁগা—

কর্তা ॥ হ্যাঁ, এ যেন নিজভূমে পরবাসী হয়ে বসে আছি।

ইয়ে– শোন, শোন,—তরলা, তুমি ভিতরে যাও, কাজকর্ম করোগে,—আর বটু, তুমিও যাও,—পাঁচুকে একটু বিশ্রাম করতে দাও। বোসো বাবা পাঁচুগোপাল বোসো, এই চেয়ারটায় বোসো—(কুশান ঠিক করে দেন)

গিন্নি॥ ইসস্, এ্যাতো বড়ো একটা ধকল গেলো যে বাছার মুখটা শুকিয়ে গেছে। নাও বাবা, তুমিই এ চা-খাবারটা খেয়ে নাও। খাও, তুমিই তো এনেছো—ভালো সন্দেশ।

বটু॥ যা ব্বাবা, তাও তো এখনো তাবে চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশী শুনেছি।

পাঁচু॥ আমি খাবো মাসীমা!

গিন্নি॥ খাবে বৈকি বাবা, তুমিই তো খাবে। এই নাও আমি খাইয়ে দিচ্ছি। তবলা, তুই যা না এখান থেকে, ঘরের কাজকর্ম সব দেখতে হবে না?

কর্তা॥ যাও যাও বটুভাই, এখন যাও। আবাব বিকেলে এসো, গল্পগুজব কবা যাবে। এখন যাও—

[তরলা ও বটু দু'জনেই হতভম্ব হয়ে দুই দরজার দিকে এগোয়। সমর আসে]

সমর॥ এই পেঁচো, উঠোনের দরজা খুলে দে, মুটে এসেছে—

কর্তা-গিন্নি॥ চোপ্, অসভ্য বেয়াদপ—

কর্তা॥ পেঁচো কি? পাঁচুদা বলতে পারো না? বয়েসে ও তোমার চেয়ে বড়ো না?

গিন্নি॥ গুরুজনের সম্মান রাখতে শেখোনি? লক্ষ্মীছাড়া আক্‌কুটে—

[সমরের মুখ হাঁ হয়ে যায়। কর্তা পাঁচুকে পাখার বাতাস করছেন, গিন্নি সন্দেশ খাওয়াচ্ছেন—পর্দা এসে আড়াল করে দেয়।]

॥ দ্বিতীয় অঙ্ক ॥

[পরের দিন বিকেল ৩॥টে। পাঁচু একলা। গায়ে একটা বেমাপের শিল্কের শার্ট। পরণে ভালো কাপড়, কিন্তু পরাটা খারাপ। পাঁচু বাইরের দরজাটা খুলে দাঁড়িয়ে আছে। একটু পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ফেরে। দরজাটা ভেজিয়ে দেয়। তারপর ঝাড়নটা কোণ থেকে বের করে আসবাবপত্র সাফ করতে থাকে। গিন্নির প্রবেশ]

গিন্নি ॥ অমা, পাগলা ছেলের কাণ্ড ত্থাখো। একটু দুপুরে ঘুমিয়েছি, কি তুমি এইসব করছো? বসো, ঝাড়ন ফেলে দাও। তুমি হলে বাড়ীর একটা মনিব, হাতে-নাতে এরকম কাজ করলে লোকজনে তোমায় মান্যি করবে কেন? তোমায় কিছু করতে হবে না, বসো।

পাঁচু ॥ (একটু কাতরভাবে) আমি কোনও কাজটাজ কিচ্ছু করবো না, মাসীমা?

গিন্নি ॥ না বাবা, কাজ করে তারা যার লক্ষ্মীছাড়ার দশা। বড়োলোক হলে কাজ করতে নেই।—এই ত্থাখ, বসে বসে খালি গল্প করছি, বিকেল হলো, তোমায় চা দিতে হবে না! যাই। ওরে সীমা, তোর পাঁচুদাকে বেশ করে এক কাপ চা করে দে।

[প্রস্থান।

বাইরে থেকে তরলার প্রবেশ। এক লহমা তাকিয়ে দেখে ভিতরের দিকে চলে। পাঁচু তার দিকে তাকিয়েছিল, ডাকে—]

পাঁচু ॥ তরলা। [তরলা এগিয়ে আসে]

তরলা ॥ (গম্ভীর মুখে) আপনি আমায় ডাকতেছেন ?

[পাঁচু একবার হাসবার চেষ্টা করে কিন্তু তরলার গম্ভীর মুখ দেখে হাসি শুকিয়ে যায়, জামার খুঁট্‌টা টানতে টানতে বলে—]

পাঁচু ॥ তরলা, তোরে আমি কিছু টাকা দোব—

তরলা ॥ তরলা ভিখারী না, আপনার টাকা আমার চাই না।

(প্রস্থানোদ্যত)

পাঁচু ॥ তোরই তো দোষ বাপু। তুই সবার সামনে আমারে পাঁচু পাঁচু বলে ডাকছিলি কেন, তাতেই তো মাসীমা বক্‌লে। আমার তো এখন একটা মান্যি হয়েছে।

তরলা ॥ আমার ঘাট হয়েছে। ছোটনোক হয়ে বড়ো গাছে ভেলা বাঁধতে গিয়েছিলুম, তার উপযুক্ত শিক্ষে হয়েছে।

পাঁচু ॥ তুই কেন আমারে আপনি আপনি করতিছিস, শুধুমুধু এমন রাগ কয়তিছিস,—আমি কিছু বুঝতি পারি না।

তরলা ॥ আমি পাগল বলে, আমার মাথার ঠিক নেই বলে। পাগল না হলি এখনো আমি সকাল-বিকেল এ বাড়ীতি কাজ করতি আসি। দেখতি পাওনা যে আমি একেবারে নিঘ্‌ঘিন্নে, বেহায়া।—

[তরলা যেতে গিয়ে মাঝপথে থেমে পড়ে আঁচল তুলে চোখ মোছে। গিন্নি ঢোকেন।]

গিন্নি ॥ (কট্‌মট্‌ করে তাকিয়ে) তুই এখানে কী করছিস, তরলা ?

[তরলা মুখ গুঁজে, দ্রুতপদে পাশ কাটিয়ে ভিতরে চলে যায়।]

গিন্নি ॥ (এগিয়ে এসে) না, না, বাবা পাঁচু, এদের এতটুকু প্রশ্রয় দিও না; তাহলেই একেবারে কুকুরের মতো মাথায় চড়বে।

অধস্তন লোককে বাবা যতো পায়ের নীচে দাবিয়ে রাখবে, ততোই না উচ্চস্তন লোকের কাছে তোমার মানমর্যাদা বাড়বে! (সীমার চা নিয়ে প্রবেশ) আয়, দে তোর পাঁচুদাকে। ভালো করে করেছিস তো ?

[সীমা মাথা হেলিয়ে চা'টা পাঁচুর সামনে রাখে]

পাঁচু ॥ মাসীমা, আমি চা খাবো না, আমার চা খেতি ভালো লাগে না।

গিন্নি ॥ তাতো হবেই! নেশার জিনিসের নিয়মই ঐ। চা বলো, তামাক বলো, পান বলো, দোক্তা বলো –কিছুই কি আর প্রথমে খেতে ভালো লাগে। কষ্ট করে অভ্যেস করতে হয়, তারপর আর ছাড়া যায় না। নাও, চা'টুকু খেয়ে নাও।

[পাঁচু তবু চায়ের পেয়ালাটা ঠেলে দেয়]

সীমা ॥ (ঠোঁট ফুলিয়ে) বেশ, আমি বলে কত করে করলুম, খাও না পাঁচুদা।

গিন্নি ॥ এ-মেয়ে বাবা পাঁচুদা বলতে অজ্ঞান। তুমিই দাঁড়িয়ে থেকে বাবা তোমার বোনের একটা বিয়ে দিয়ে দাও। আমরা নিশ্চিন্ত হই। কেমন ? (পাঁচু বোকার মত তাকিয়ে থাকে। গিন্নি আবার বলেন) কেমন তাই তো ?

[পাঁচু বোকার মতোই মাথা হেলায়]

গিন্নি ॥ বেঁচে থাকো বাবা। তুমি আমার নিজের পেটের ছেলের মতো। যাই, কর্তাকে আবার চা'টুকু দিয়ে আসি।

[প্রস্থান।]

সীমা ॥ খাও না! লোকের বাড়ীতে গেলে যখন চা খেতে দেবে তখন কী বলবে ?

পাঁচু ॥ আমি বলবো, বলক তোলা দুধ যদি থাকে তো তাই আমারে দাও—

সীমা ॥ য্যাঃ, তুমি একেবারে গেঁয়ো [হেসে গড়িয়ে পড়ে। সমর আসে।]

সমর ॥ এই সীমা, আমাকে চা এনে দে।—কী হয়েছে ?

সীমা ॥ (যেতে যেতে) পাঁচুদা বলছে চা খাবো না, দুধ খাবো।

[প্রস্থান।]

সমর ॥ খাবে খাবে, পাঁচুদা তুমি সব খাবে। দুধও খাবে টাকাও খাবে।

পাঁচু ॥ সমর, তুমি এই চা'টা খেয়ে ন্যাও। আমার এতো চা খেলি পরে যেন প্যাটের মধ্যি কেমন করে।

সমর ॥ তুমি হলে গিয়ে দাদা, তোমার আজ্ঞা কি অমান্য করতে পারি। দাও। ছাখ পাঁচুদা, তুমি কারোর কথা শুনো না, তুমি আমাকে নিয়ে বিলেত চলো। তুমি তো ভালো সাঁতার কাটতে। ছ'মাস সেখানে গিয়ে প্র্যাক্‌টিস্ করবে, তার পরেই English Channel ক্রস্ করবে। সর্‌র্, সর্‌র্—

পাঁচু ॥ তুমি কী সব বলতেছ আমি কিছু বুঝতি পারছি না—

সমর ॥ আরে, English Channel হচ্ছে বিলেতের একটা জায়গা। সেটা সাঁতরে পার হতে পারলে খুব সুখ্যাতি হয়। কাগজে কাগজে নাম বেরোয়, খেতাব পাওয়া যায়, বুঝলে ? যাবে তো ?

পাঁচু ॥ যাবো। কিন্তু আমি কী করে বিলেতে যাবো, আমি তো ইন্‌জিরি জানি না—

সমর ॥ আরে; সে সব আমি তোমাকে মানে করে বুঝিয়ে দেব।

তারা যা বলবে সেটা বাংলা করে তোমাকে বলবো, আবার তুমি যা বলবে সেটা ইংরিজিতে তাদের বলে দোব। ভয় কোরো না—don't fear. তোমার তখন কী মান মর্যাদা বেড়ে যাবে তা জানো! দেশে দেশে খবরের কাগজে তোমার ছবি বেরুবে। মেমসায়েবরা তোমার গলায় মালা দেবে।

পাঁচু ॥ ম্যামসায়েবে গলায় মালা দেবে কেন?

সমর ॥ আরে তুমি যে তখন একটা বীর। দেখবে, তারা চারিদিক থেকে ছেঁকে তোমাকে জড়িয়ে ধরে বিয়ে করতে চাইবে।

পাঁচু ॥ না, না, সে আমি কিছুতেই বিয়ে করবো না। আমি ম্যামসায়েবেরে বিয়ে করবো না।

সমর ॥ কেন? আরে অতো ফর্সা মেয়ে তুমি এদেশে পাবে কোথায়? তার ওপর ইংরিজি জানে।

পাঁচু ॥ না, না, সে হয় না, সে কিছুতি হয় না—

সমর ॥ আরে কেন? আমি ভাবলুম মেমসায়েবের কথা শুনলে তোমার আরও ইচ্ছে বাড়বে—

পাঁচু ॥ না, না। আরে, বিয়ে হলি তো একটা ফুলশয্যে হবে। তখন যখন গ্যাড্‌ম্যাড্‌ করে ইন্‌জিরি বলবে তখন তুমি আমার ছোট—তুমি মানে বলে দেবার জন্যি খাটের ওপর বসে থাক্‌লি সে কী রকম একটা অশৈলী ব্যাপার হবে? সে হয় না। না, না, সে কিছুতি হয় না।

[কর্তা আসেন ভিতর থেকে। নিজের হাতেই তামাক নিয়ে আসেন। তাঁকে দেখে সমর কী রকম নার্ভাস হয়ে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ভিতরে চলে যায়]

কর্তা ॥ (বসে) কী কথা হচ্ছিল ?

পাঁচু ॥ সমর আমারে বলছিল যে আমারে নাকি ম্যামসায়েব বিয়ে করতি হবে।

কর্তা ॥ মেমসায়েব ? কেন ?

পাঁচু ॥ বল্লে, আমি সাঁতার কাট্‌লি ম্যামসাহেব না আমারে চেপে ধরি বিয়ে করতি চাইবে।

কর্তা ॥ যতো সব অপদার্থের দল জুটেছে। যাক্‌গে, তা লটারি কোম্পানীর থেকে তো এখনো কিছু খবর এলো না। ওদের সেই কাগজপত্তর কিছু আসে নি ?

পাঁচু ॥ বটুদা বল্লে আমার ঠিকানা দিয়ে চিঠি লিখে দিয়েছে, আজ বিকেলে ঠিক এসে পড়বে।

কর্তা ॥ তাড়াতাড়ি এসে পড়লেই বাঁচি। একটা উদ্বেগ কমে।

পাঁচু ॥ মেসোমশাই —

কর্তা ॥ কী ?

পাঁচু ॥ মেসোমশাই, আমার চা খেতি ভালো লাগে না। আমি চা খাবো না—

কর্তা ॥ খেয়ো না, খেয়ো না। ওসব বাজে খরচ যতো কমানো যায় ততোই ভালো। টাকার এখন অনেক দরকার। বুঝলে পাঁচুগোপাল, জমির চেয়ে ভালো ব্যবসা আর নেই। কিনে ফেলে রেখে দাও, দু'বছর পরে ডবল দাম। এই আসামের গণ্ডগোলটা হয়ে কী চচ্চড়িয়ে দাম বেড়ে গেলো! ভগবানের ইচ্ছেয় আরো দু'একটা ঐরকম গণ্ডগোল লাগে তো বছর ৫।১০-এর মধ্যে তুমি তো লাখ-লাখপতি। তাই তো আমি ঠিক করে রেখেছি যে তুমি লাখ টাকা দিয়ে আমার এই বাড়ীটা কিনে নাও।

পাঁচু ॥ এই বাড়ী আমি কিনে নেব !

কর্তা ॥ হ্যাঁ, চার কাঠা আড়াই ছটাক জমি আছে। তার ওপর এই দোতলা বাড়ী। এসব তোমাকে আমি দিয়ে দোব।

পাঁচু ॥ এ বাড়ী আমার হবে ? তাহলে আপনারা কোথায় থাকবেন ?

কর্তা ॥ (হেসে) কেন, তোমার বাড়ীতে আমাদের থাকতে দেবে না ? যাক্‌গে, সেও আমি ঠিক করে রেখেছি। বাড়ীটা কিনে তারপর তুমি আমাকে ধরো ৫০ বছরের lease দিয়ে দাও। আমি তোমাকে মাস গেলে ২০০৲ টাকা ভাড়া দোব। আমরা সবাই এখানে থাকবো, তুমি আমাদের সঙ্গে যেমন আদরে আছো তেমনিই আদরে থাকবে। উপরন্তু মাস গেলে দুই শতাবধি টাকা। সবদিক দিয়েই তোমার সুবিধে। ভেবে ছাখ, পাঁচুগোপাল। আমি যদ্দিন আছি তোমার কোন অসুবিধে হতে দোব না। আরে ব্বাপরে, তুমি হলে আমার ছেলের মতো। ধম্মে পতিত হবো না ! সেটি আমার কাছে হবে না। [মাথা নাড়তে থাকেন]

পাঁচু ॥ না মেসোমশাই, আমি এ বাড়ী কিনবো না।

কর্তা ॥ কেন ? আচ্ছা, তোমায় মাস গেলে ভাড়ার টাকা আরও একটু বাড়িয়ে দোব'খন। অ্যা ? কী হলো কী খুলে বলো। আমি যতোটা পারি তোমার সুবিধে করে দোব, সে আমি আমার নিজের ক্ষতি করেও করবো। কী চাই ?

পাঁচু ॥ বটুদা বলেছিল টাকা নাকি ব্যাঙ্কে রাখতি হয়—

কর্তা ॥ হুঁ। তারপর ব্যাঙ্ক ফেল হলে ? পুরো টাকাটাই

কর্তা ॥ (বসে) কী কথা হচ্ছিল ?

পাঁচু ॥ সমর আমারে বলছিল যে আমারে নাকি ম্যামসায়েব বিয়ে করতি হবে।

কর্তা ॥ মেমসায়েব ? কেন ?

পাঁচু ॥ বল্লে, আমি সাঁতার কাট্‌লি ম্যামসাহেব না আমারে চেপে ধরি বিয়ে করতি চাইবে।

কর্তা ॥ যতো সব অপদার্থের দল জুটেছে। যাক্‌গে, তা লটারি কোম্পানীর থেকে তো এখনো কিছু খবর এলো না। ওদের সেই কাগজপত্তর কিছু আসে নি ?

পাঁচু ॥ বটুদা বল্লে আমার ঠিকানা দিয়ে চিঠি লিখে দিয়েছে, আজ বিকেলে ঠিক এসে পড়বে।

কর্তা ॥ তাড়াতাড়ি এসে পড়লেই বাঁচি। একটা উদ্বেগ কমে।

পাঁচু ॥ মেসোমশাই –

কর্তা ॥ কী ?

পাঁচু ॥ মেসোমশাই, আমার চা খেতি ভালো লাগে না। আমি চা খাবো না—

কর্তা ॥ খেয়ো না, খেয়ো না। ওসব বাজে খরচ যতো কমানো যায় ততোই ভালো। টাকার এখন অনেক দরকার। বুঝলে পাঁচুগোপাল, জমির চেয়ে ভালো ব্যবসা আর নেই। কিনে ফেলে রেখে দাও, দু'বছর পরে ডবল দাম। এই আসামের গণ্ডগোলটা হয়ে কী চচ্চড়িয়ে দাম বেড়ে গেলো ! ভগবানের ইচ্ছেয় আরো দু'একটা ঐরকম গণ্ডগোল লাগে তো বছর ৫।১০-এর মধ্যে তুমি তো লাখ-লাখপতি। তাই তো আমি ঠিক করে রেখেছি যে তুমি লাখ টাকা দিয়ে আমার এই বাড়ীটা কিনে নাও।

পাঁচু ॥ এই বাড়ী আমি কিনে নেব !

কর্তা ॥ হ্যাঁ, চার কাঠা আড়াই ছটাক জমি আছে। তার ওপর এই দোতলা বাড়ী। এসব তোমাকে আমি দিয়ে দোব।

পাঁচু ॥ এ বাড়ী আমার হবে ? তাহলে আপনারা কোথায় থাকবেন ?

কর্তা ॥ (হেসে) কেন, তোমার বাড়ীতে আমাদের থাকতে দেবে না ? যাক্‌গে, সেও আমি ঠিক করে রেখেছি। বাড়ীটা কিনে তারপর তুমি আমাকে ধরো ৫০ বছরের lease দিয়ে দাও। আমি তোমাকে মাস গেলে ২০০৲ টাকা ভাড়া দোব। আমরা সবাই এখানে থাকবো, তুমি আমাদের সঙ্গে যেমন আদরে আছো তেমনিই আদরে থাকবে। উপরন্তু মাস গেলে দুই শতাবধি টাকা। সবদিক দিয়েই তোমার সুবিধে। ভেবে ছাখ, পাঁচুগোপাল। আমি যদ্দিন আছি তোমার কোন অসুবিধে হতে দোব না। আরে ব্বাপরে, তুমি হলে আমার ছেলের মতো। ধম্মে পতিত হবো না ! সেটি আমার কাছে হবে না। [মাথা নাড়তে থাকেন]

পাঁচু ॥ না মেসোমশাই, আমি এ বাড়ী কিনবো না।

কর্তা ॥ কেন ? আচ্ছা, তোমায় মাস গেলে ভাড়ার টাকা আরও একটু বাড়িয়ে দোব'খন। অ্যা ? কী হলো কী খুলে বলো। আমি যতোটা পারি তোমার সুবিধে করে দোব, সে আমি আমার নিজের ক্ষতি করেও করবো। কী চাই ?

পাঁচু ॥ বটুদা বলেছিল টাকা নাকি ব্যাঙ্কে রাখতি হয়—

কর্তা ॥ হুঁ। তারপর ব্যাঙ্ক ফেল হলে ? পুরো টাকাটাই

তো তখন গচ্চা (পাঁচু চলে যাওয়ার ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়ায়) একী, কোথায় যাচ্ছো ?

পাঁচু ॥ (বসে পড়ে) বড়দা বলছিল ব্যবসা করলি নাকি অনেক টাকা হাতে পাবে।

কর্তা ॥ কে ? অমর ? শত্তুর কি আমার একটা ! ছাখ পাঁচু-গোপাল, তুমি আমার ছেলের মতো—ছেলের চেয়েও বেশী, কেননা তুমি ধর্ম্মপথে আছো। গান্ধারী বলেছিল, যতোধর্ম্মস্ততো জয়ঃ। ঐ অমর সমর বটু—এদের কারোর কথা শুনো না। ব্যবসা মানে কী ? ব্যবসা মানেই হচ্ছে exploitation,—শোষণ, মানে লোক-ঠকানো। চার পয়সার জিনিস ছ'পয়সায় বিক্রি না করলে তো তোমার লাভ নেই। কাজে কাজেই তোমাকে চেষ্টা করতে হবে যতো বেশী লোককে ঠকাতে পারো। ওসব কি আমাদের মতো বাঙালী ভদ্রলোকের পোষায় ? ওসব মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, হিন্দুস্থানী, গুজরাটি—ওরা পারে। খাওয়া দাওয়ার পর দুপরবেলা একটু নিরিবিলিতে ঘুমোবে, তা নয়—সারাদিন বোম্বুরের মধ্যে টো টো করে ঘুরছে আর ফিকির খুঁজছে। ঐ সব না, ঐ সব না। মাস গেলে আমার কাছে ধরো ২৫০৲ টাকাই নেবে। তারপর লীজ ফুরিয়ে গেলে তো এ বাড়ীর দাম হবে অন্ততঃ দশ লাখ টাকা! সেইটে ভালো, না উদয়াস্ত নিজের মুখের রক্ত তুলে অপর লোকের রক্ত চোষা ভালো, বলো ?

[অমর একজন ভদ্রলোককে নিয়ে বাইরে থেকে আসে]

অমর ॥ আসুন, আসুন, বসুন। এই হচ্ছে আমার সেই ভাই

শ্রীপাঁচুগোপাল দত্ত। আর ইনি আমার বাবা বাবা, ইনি হলেন শ্রীপীযুষকান্তি রায়, ফিল্ম ডাইরেক্টার।

কর্তা ॥ ফিল্ম ডাইরেক্টার ?

অমর ॥ হ্যাঁ, বিখ্যাত ফিল্ম ডাইরেক্টার। 'রতির আরতি' বলে এঁর একটা ছবি তো classic ! আমার কথায় বিশেষ করে রাজি হয়েছেন পাঁচুগোপালের হয়ে একটা ছবি তুলতে।

কর্তা ॥ পাঁচুগোপালের হয়ে মানে ? পাঁচু কি বায়োস্কোপ করবে নাকি ?

অমর ॥ হ্যাঁ, ও আমাকে কথা দিয়েছে।—এখন আপনাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলি স্যার। আমার ভাই জমিদার, তাছাড়া অনেক রকম ব্যবসা-বাণিজ্য আছে। তা ওর ইচ্ছে ফিল্ম মার্কেটটা capture করে। এখন ও বেশী ঢালবে না। এক লাখ টাকা ফেলে ও ব্যবসাটা ভালো করে বুঝতে চায়। সেটা যদি আপনি hit করাতে পারেন, তাহলে ওর ইচ্ছে বেশ বড়ো করে একটা ইয়ে করে, মানে—

পীযুষ ॥ বই hit করাবার গোটাকতক সহজ উপায় আছে। প্রথমেই বুঝতে হবে জনগণ কী চায়, কীসে তাদের appeal করে। আর পৃথিবীর আদিমতম appeal হচ্ছে sex appeal.

কর্তা ॥ থাক্, থাক্। পাঁচু ও ফিল্ম-টিল্ম করবে না।

পীযুষ ॥ বেশ, ছেড়ে দিন sex appeal কথাটা। সংস্কৃতে অলঙ্কারশাস্ত্রে নবম রসের মধ্যে যেটা প্রথম, সেটাই হোল আদিরস এবং সেটাই আদিম। সুতরাং মন ভুলিয়ে যদি পয়সা আনতে হয় তাহলে ঐ আদিরস দিয়েই ভোলাতে হবে—

কর্তা ॥ কী মুশকিল! মশায়, ঐ আদিরসের জন্যে ভদ্রলোক বিয়ে-থাওয়া ক'রে সংসার করে। আর ঐ নিয়ে যারা সেজেগুজে ব্যবসা করে, তারা—তাদের সবাই খুব খারাপ বলে, ওতে সমাজ টেঁকে না।

পীযুষ ॥ মাপ করবেন। এক দাড়ি কামানোর ব্লেডের বিজ্ঞাপন ছাড়া আর সব বিজ্ঞাপনে দেখবেন একটা করে মেয়েছেলের ছবি! এটা আপনারা সমাজে মেনে নিচ্ছেন কী করে? একবার একটা কোম্পানি একইরকম সাবান দুটো আলাদা নাম দিয়ে বাজারে ছাড়ে। একটার বিজ্ঞাপনে লেখা ছিলো যে এতে অমুক অমুক জিনিস আছে, এই হোল অমুক laboratoryর certificate. আর একটার বিজ্ঞাপনে খালি ফিল্ম তারকাদের ছবি ছিলো, আর লেখা ছিলো যে এই সাবান মাখলে তাঁদের মত রূপ হবে। ঐ দ্বিতীয় সাবানটার বিক্রি বেশী হয়েছিলো।—তাই পাঁচুবাবু যদি ব্যবসা করতে নামেন, তাহলে ব্যবসার যা প্রথম নিয়ম, মনোহরণ, সেটা তাঁকে করতেই হবে।

পাঁচু ॥ না, আমি ব্যবসাপাতি করবো না।

অমর ॥ সেকি!

পাঁচু ॥ না, আমারে মেসোমশাই মানা করেছে। আমি ব্যবসাপাতি করবো না।

পীযুষ ॥ তাহলে আর কী হবে? আচ্ছা চলি। অমরবাবু, আপনার গল্প আর film করা (পাঁচুকে) হলো না। আচ্ছা, যদি কখনো মেসোমশাই-এর কোঁচার তলা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন তো দেখা করবেন। আচ্ছা, নমস্কার।
[কুড়ুল তোলা নমস্কার করে বেরিয়ে যায়।]

অমর ॥ (পাঁচুকে) তুই এরকম করে লোকের সামনে আমাকে অপমান করলি? তুই না কথা দিয়েছিলি যে তুই film করবি!

পাঁচু ॥ আমি কথা দিইছিলুম?

অমর ॥ দিস্‌নি? আমি যখন তোকে ফিল্মের কথা বল্লাম, তুই ঘাড় নাড়িস নি?

কর্তা ॥ আঃহা, কেন ও বেচারীকে ধমকাচ্ছিস্? আমিই ওকে ব্যবসা করতে বারণ করেছি।

অমর ॥ আপনিই হলেন যতো নষ্টের মূল। আপনি বাপ হয়ে ছেলের এরকম একটা chance নষ্ট করে দিলেন?

কর্তা ॥ কিছু নষ্ট করিনি। ব্যবসার মধ্যে অনেক ঝক্কি আছে, অনেক লোকসানের ভয় আছে। ওসবের মধ্যে যেতে নেই।

অমর ॥ আর লাভ হলে? একটা ছবি hit হলে এক বছরের মধ্যে producer's share-এ তিন লাখ সাড়ে তিন লাখ টাকা। সে টাকা আপনি দেবেন?

কর্তা ॥ আঃহা, ব্যবসা যদি করতেই হয় তো ভেবেচিন্তে এমন একটা ব্যবসা করো, যাতে কোনও মার নেই। ধরো, চালের ব্যবসা বা কাপড়ের ব্যবসা—যা আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন, যা মানুষকে কিনতেই হবে—

অমর ॥ দূত্তোর যতো বাজে কথা। দরকারী জিনিস নিয়ে বড়ো ব্যবসা হয়, না সখের জিনিস নিয়ে? দেখুন না একটা চাল-ডালের দোকান, আর একটা মটর গাড়ীর দোকান। কোন্‌টা বেশী সাজানো? দেখুন একটা cosmetics-এর factory আর দেখুন গিয়ে একটা চাষার ক্ষেত। কোন্‌টা বেশী ঝক্‌ঝকে? যাক্‌গে, যাক্‌গে, এ সব নিয়ে আমি

আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। এই পাঁচু - চল্ আমার সঙ্গে, ওঠ।

কর্তা ॥ পাঁচু কোথায় যাবে ?

অমর ॥ যেখানে আমার ইচ্ছে। হোটেলে নিয়ে যাবো, রেস্টুরেন্টে নিয়ে যাবো, ট্যাক্সি করে হাওয়া খাওয়াবো। আপনি যেমন বাড়ীতে বসে বসে ওর কানে মন্তর দিচ্ছেন, আমি তেমনি উল্টো মন্তর দেবো। দেখি কে জেতে। চল্ পাঁচু, ওঠ—

কর্তা ॥ না, না, পাঁচু কোথাও যাবে না। আমি পাঁচুর গুরুজন আমি যা বলবো ও তাই শুনবে।

অমর ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিও পাঁচুর গুরুজন, আমার কথাও শুনতে হবে।

কর্তা ॥ ওঃ, গুরুজন ফলাতে এসেছেন ! পাঁচুর পেছনে এ্যাদ্দিন ধরে যে পয়সাটা খরচ হয়েছে সেটা কোত্থেকে এসেছে ? আমার কথা ও শুনতে বাধ্য।

অমর ॥ ঠিক আছে ঠিক আছে। আমার শিল্কের শার্ট ওকে দিয়েছি, ধুতি ওকে দিয়েছি, এইবার হোটেলে রেস্টুরেন্টে নিয়ে গিয়ে ওর পেছনে আমিও টাকা খরচ করবো। আপনি চারমাসে যা করেছেন আমি চারদিনে তাই করবো। তখন আমার কথাও শুনতে পাঁচু বাধ্য। চল্।

[গিন্নি, সমর ইত্যাদিরা এসে পড়ে]

গিন্নি ॥ কী হয়েছে কী ? তোমরা এরকম করছো কেন ?

অমর ॥ পাঁচু আমাকে কথা দিয়েছিল যে ওর সবটাকা নিয়ে ও আমার সঙ্গে ব্যবসায়ে নামবে। বাবা ওর কানে ফুসমন্তর দিয়ে দিয়ে—

কর্তা ॥ নেভার। পাঁচু আমাকে কথা দিয়েছিল যে আমার এই বাড়া ও কিনে নেবে ; এবং সেটা কিনলে তোমাদের সকলের পক্ষে ভালো হবে—

সমর ॥ আরে, আরে—পাঁচুদা আমাকে কথা দিয়েছে যে আমাকে বিলেতে নিয়ে যাবে—He gave me his word of honour.

গিন্নি ॥ থাম্, চ্যাচাস্নি। পাঁচু, তুমি সীমার বিয়ের টাকাটা দেবে বলেছিলে, সেটা মনে আছে তো ?

[সকলে একসঙ্গে পাঁচুকে ধরে টানতে থাকে]

অমর ॥ খবরদার, পাঁচু, তুই যদি বাঁচতে চাস্, এদের কথা শুনিস্নি—এরা তোকে বাঁচতে দেবে না—

কর্তা ॥ আমি যা বলছি তোমার ভালোর জন্যে বলছি—যাতে তোমার ভালো হয়, মঙ্গল হয়—

সমর ॥ পাঁচুদা, তুমি কথা দিয়েছিলে, তোমার কথা ভেঙো না—Don't break your word.—

গিন্নি ॥ পাঁচু বাবা, তুমি আমার কাছে কথা দিয়েছ, রামচন্দ্র সত্যরক্ষা করতে বনে গিয়েছিলেন—

[পাঁচু নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে সবলে সোজা হয়ে দাঁড়ায়]

পাঁচু ॥ এ কী অশৈলী ব্যাপার করতি নেগেছ তোমরা! আমি যেন ভাগাড়ে পড়িছি, আর তোমরা সবাই শকুনের মতো আমারে ঠোকরাতি নেগেছ!—আমার টাকা আমি যদিচ্ছে খরচ করবো। উড়ুয়ে দেবো, পুড়ুয়ে দেবো, ইচ্ছে হয় তো কুটিকুটি করে গঙ্গার জলে ফেইলে দেবো। তোমরা কেউ কিচ্ছু কবে না। তোমাদের কাউরি দেবো না। এট্টা পয়সা দেবো না। কিছুতি দেবো না। (পাঁচু

গট্‌গট্‌ ক'রে ভেতরে চলে যেতে গিয়ে) টাকা আমার। এই লাখটাকা আমার, আমার নিজির।

[প্রস্থান। সবাই হতভম্ব হয়ে থাকে একটুক্ষণ]

কর্তা ॥ হোল তো! দিলে চার ঘুলিয়ে।

অমর ॥ আমিও ছাড়বো না। অনেকদিন ধরে আমাকে টাকার জন্যে মুখ নীচু করে চলতে হয়েছে। আমার বন্ধুরা সব ৮০০।১০০০ টাকা রোজগার করছে। এ টাকা আমি কিছুতেই ছাড়বো না।

গিন্নি ॥ কী করবি কী?

অমর ॥ সে তোমাদের ভাবতে হবে না। (বাড়ীর মধ্যে যেতে গিয়ে ফিরে) তোমরা তো কতো আমার শুভাকাঙ্ক্ষী! উঠতে বসতে খাবার খোঁটা দেয় যে বাপ-মা, সে বাপ-মা আমার। তোমাদের ঐ স্নেহ, মায়া, প্রেম, ভালোবাসা এ সমস্ত মিথ্যে, এ সমস্ত ঢং ন্যাকামি বুজরুকি।

কর্তা ॥ আঃহা, কী হয়েছে কী। এই সমস্ত কথা বলবার কী দরকারটা পড়লো?

অমর ॥ দরকার এইজন্যে যে আপনারা আমার সর্বনাশ করেছেন। যেদিন থেকে সমর আর সীমা জন্মেছে সেদিন থেকে এই বাড়ীতে আমার আদর কমেছে। অথচ আমি তো বাড়ীর বড়ো ছেলে। বাপ নিজে যা যা করতে পারেনি, সেইগুলো করেই তো আমাকে প্রমাণ করতে হবে যে বাপের শিক্ষার জোর কতো! বাড়ীতে লোক এলে তাদের সামনে শেখানো কুকুরের মতো আমাকে বের করা হোত,—ইংরিজি আবৃত্তি করে তাদের চমকে দিতে হবে। আমি পারিনি, আর যতো পারিনি ততো আমার

লজ্জা হয়েছে। যতো লজ্জা হয়েছে ততো নিজের ওপর ঘেন্না হয়েছে,—মনে হয়েছে আমি একটা কিচ্ছুনা, আমি একটা অপদার্থ। [কেঁদে ফ্যালে)

গিন্নি ॥ এই বড়োখোকা, তুই—

অমর ॥ ছুঁয়োনা তুমি আমাকে।

কর্তা ॥ শোন, শোন। নিজেদের মধ্যে এরকম ঝগড়াঝাঁটি করে তো কোন লাভ নেই। দেখলে তো, আমাদের মধ্যে একতা না থাকার জন্যে পাঁচু কী রকম বিগড়ে গেলো। এখন সকলে মিলে ঠিক করে চিন্তা করা যাক্ যে কী করে এই টাকাটার সুবিধে পেতে পারি। এটা আমাদের সকলের পক্ষেই একটা চান্স। সুতরাং সকলেরই ভালো হয় এমন একটা পথ বের করতে হবে।

অমর ॥ সে আপনারা যা হয় ঠিক করুন। (নিজের চুলগুলো মুঠি করে ধরে) আমি কী করবো, আমি জানি।

কর্তা ॥ কী?

গিন্নি ॥ কী, কী করবি তুই?

অমর ॥ (কেমন করে তাকিয়ে) পাঁচু যদি ভালোয় ভালোয় ও টাকা না দেয়, আমি—আমি ওকে খুন করবো। খুন করে ওর সমস্ত টাকা নিয়ে আমি পালিয়ে যাবো।

কর্তা ॥ এই, এই, এ সমস্ত কী কথা, চুপ কর, চুপ কর।

গিন্নি ॥ বড় খোকন, এই সব কথা চিন্তা করিসনি। খবদ্দার, এই সব কথা ভাববি না।

অমর ॥ (অপ্রকৃতিস্থের মতো হেসে) সবাই ভাবো, আমি কিছু করতে পারি না, আমি একেবারে অপদার্থ। দেখো, আমি পারি কিনা।

কর্তা ॥ চুপ, চুপ বড়োখোকন, ঐসব না, ঐসব না। শোন, আমি কথা দিচ্ছি তোমাকে যে আমি ভেবেচিন্তে একটা উপায় ঠিক করবো। দেখবে তোমার সব হবে। আমার ওপর ভরসা রাখো, আমি কথা দিচ্ছি তোমার সব করে দেবো! খালি, ওসব কথা ভেবো না। যাও, মুখ হাত পা ভালো করে ধুয়ে পেট ভরে জল খাবার খেয়ে নাও। যাও সমর, দাদাকে নিয়ে যাও। জল ঢেলে দাও।

গিন্নি ॥ আমি তরলাকে বলি তাড়াতাড়ি লুচিক'টা ভেজে দেয়।

[প্রস্থানোদ্যোগ]

কর্তা ॥ ইয়ে শোন, তরলাকে বলে একবার এসে তো।

[গিন্নির প্রস্থান, সমর দাদাকে ধরে নিয়ে যায়। কর্তা দু'বার গড়গড়াতে টান দেন, তারপর চুপ করে বসে থাকেন। পাঁচু ভিতর থেকে ঢোকে, বাইরের দিকে এগোয়]

কর্তা ॥ কোথায় যাচ্ছো বাবা পাঁচুগোপাল?

পাঁচু ॥ বটুদার সঙ্গে কথা কইতি যাচ্ছি।

কর্তা ॥ কী কথা? অ্যাঁ?

পাঁচু ॥ বিষয়-সম্পত্তির কথা।

কর্তা ॥ ও! কিন্তু বাবা জলখাবার-টাবার না খেয়ে বেরুলে যে গেরস্তর বাড়ীর অকল্যাণ হয়। তুমি বাবা ভেতরে বোসো, অমর সমরের সঙ্গে গল্পগুজব করো, তারপর জলখাবার খেয়ে বেরিও। আমি বরং, বটুকে ডেকে পাঠাচ্ছি।

পাঁচু ॥ ওরা যেন আমারে টাকার কথা না বলতি আসে।

কর্তা ॥ কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে তোমার কাছে টাকার কথা

তোলে! আমি ধম্‌কে দূর করে দোব না!—যাও বাবা, ভেতরে যাও। আমি তোমার মেসোমশাই হই, আমার কথা শুনতে হয়। যাও।

[পাঁচু আবার ভিতরে যায়। গিন্নি আসেন]

কর্তা ॥ গিন্নি, গোলমাল যা পাকিয়েছে না?—একেবারে বিষগেরো লেগে গেছে। পাঁচু এক্ষুণি চলেছিলো বটুর সঙ্গে সল্লা করতে। অনেক কষ্টে ঠেকিয়েছি। এখন কী করি? আমাদের কারোর কথা তো ও আর শুনবে না। এখন কাকে দিয়ে বলাই? কে বল্লে ও মানবে? কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।

গিন্নি ॥ তাহলে, কী হবে? এতগুলো টাকা হাতছাড়া হয়ে যাবে?

কর্তা ॥ তাইতো ভাবছি। একটা কিছু তো করতেই হবে। কিন্তু কী করি?

গিন্নি ॥ শোন, একটা কথা বলি,—তরলাকে দিয়ে বলাবে?

কর্তা ॥ তরলা? ঠিক বলেছো। এখন রৌদ্ররসের দিন গেছে, স্নেহরসের দিন গেছে, এমন কি করুণরসেও পাঁচু এখন আর ভিজবে না, একমাত্র বাকি রইলো—ঐ যে বলে গেল আদিরস। ডাকো, ডাকো তরলাকেই ডাকো—

গিন্নি ॥ কিন্তু একটা কথা ভেবে ছ্যাখ। ও এমনিতে পাঁচুকে গিলতে পারছে না—আমি বলে কতো করে ওদের মধ্যে একটা ভেদ এনেছি—এখন যদি আবার আমরাই ওকে তাইয়ে দিই তাহলে ওতো পাঁচুকে একেবারে হজম করে বসে থাকবে। যুবতী মেয়ে—বেড়ালের মতো—চিবিয়ে এঁটো-কাঁটা কিচ্ছু ফেলবে না।

কর্তা ॥ তা সে রকম যদি একটু বাড়াবাড়ি করতে যায় তুমিও

বেশ করে ধরে কষে দেবে। তাছাড়া পাঁচু তো বুঝতে পেরেছে যে ও এখন ভদ্রলোক। ও কি আর তরলা ফরলার সঙ্গে কিছু—যাও, যাও, তরলাকে ডেকে দাও, আমি নিরিবিলিতে তাকে একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেখি।

গিন্নি ॥ (চোখ পাকিয়ে) তুমি এখন নিরিবিলিতে তরলাকে বোঝাতে বসবে?

কর্তা ॥ আঃহা। বলি তুমিও তো বেড়ালের মতো চিবিয়ে এঁটোকাঁটা কিচ্ছু ফেলোনি, এর ওপরে আর তরলা কী করবে? যাও, ডেকে দাও। [গিন্নির প্রস্থান

[সমরের প্রবেশ]

সমর ॥ বাবা, পাঁচুদা কীরকম করছে। আমাদের কোনও কথা শুনছে না। কেবল বলছে—

কর্তা ॥ [ধমকে] শুনবে না। এখন দিন বদল হয়েছে। পাঁচু তোমাদের কোনও কথা শুনবে না, আর পাঁচু যা বলবে তোমরা হাসিমুখে করে তাই শুনবে।

সমর ॥ বাঃ আমাকে বল্লে, খ্যাঁকশেয়ালের মতো হেসো না, চুপ করো। What has he thought?

কর্তা ॥ What have you thought? যদি বলে খ্যাঁক-শেয়ালের মতো হেসো না,—হাসবে না, উল্লুকের মতো হাসবে। যাও,—

সমর ॥ Very good. All right. (সমরের প্রস্থান)

[গিন্নির তরলাকে ডেকে প্রবেশ]

গিন্নি ॥ এই যে, তরলাকে ডেকে এনেছি।

কর্তা ॥ এসো তরলা। একটা ঘটনায় বড়ো বিচলিত হয়ে পড়েছি. তাই তোমাকে ডাকলুম। মনে ভাবলুম যে

তরলাকে আমি বিশেষ স্নেহ করি, তাকেই—[গিন্নিকে] জলখাবার দিচ্ছে কে ?

গিন্নি ॥ সীমা আছে। লুচি ভেজে দিচ্ছে। [বসেন]

কর্তা ॥ ও একলা পারে! যাও, তুমি গিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে খাওয়াও। [গলা একটু চড়ে যায়] এখানে বসে থেকো না, যাও। [গিন্নি দাঁড়িয়ে উঠে কট্‌মট্ করে তাকান। তারপর রেগে বেরিয়ে যান]

কর্তা ॥ (হেসে মানিয়ে নেবার চেষ্টা ক'রে) গিন্নি আর পারেন না, বয়সও তো হলো। এখন আমাদের তীর্থে যাবার সময়। —যাক্‌গে, যার জন্যে ডেকেছি। এই পাঁচুর কথা। ভগবান মুখ তুলে চাইলেন, লক্ষপতি করে দিলেন, এ সবই ভালো। কিন্তু দর্প তো ভালো নয়। ও যে হঠাৎ সকলকে অবহেলা করছে, অপমান করছে,—তোমার সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করছে ? আগের মতোই আছে না বদলে গেছে ? (তরলা মাথা নীচু করে থাকে) বলো, বলো, আমাকে লজ্জা ক'রো না; আমি তোমার বাপের মতন। হেসে মিষ্টি করে কথা বলে, না পয়সা হয়েছে বলে নিজেকে খুব মানী বলে মনে করছে আর তোমাকে বাড়ির ঝি বলে হেনস্থা করছে ?—একি ! তুমি কাঁদছো ? [তরলা তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে ফ্যালে]—ছি, ছি, ছি, এ তো মহাপাতকের সমান। যে-তুমি ওকে নিজের ঘরে আশ্রয় দিতে চেয়েছিলে, যে-তুমি ওর জন্যে—কী না করেছো—কতো ভালোবেসেছো, কতো যত্ন-আত্তি করেছো,—ইস্‌স্, সংস্কৃতে বলেছে,—অতি দর্পে হতা লঙ্কা, অতি পাপে চ কৌরবাঃ। অমন একটা ভালোমানুষ এমন

অনাহক নষ্ট হয়ে যাবে! এ তো তোমাকেই রোধ করতে হবে মা। তুমি ওকে বুঝিয়ে বলো যে, মানুষকে বিনয়ী হতে হয়। নইলে ঐ ভগবানের আশীর্বাদই একদিন ঐ অভিশাপের মতো ছোবল মারতে থাকবে। বলো বলো, বুঝিয়ে বলো।

তরলা ॥ (মাথা নেড়ে ভাঙা গলায়) আপনি গুরুজন, আপনি বুঝিয়ে বলুন। আমি কিছু বলবো না।

কর্তা ॥ না, না মা তরলা, এই কি রাগ-অভিমানের সময়? তুমি তো ওর ভালো চাও? তোমাকে গায়ে পড়েই বলতে হবে। না শুনলে আবার বলতে হবে। ঐ যে বলে না,

পাষণ্ড যতোই তার কান বন্ধ করে।
সাধু ততো ফুকারিযা কৃষ্ণনাম ধরে॥

তরলা ॥ কিন্তু আমি কী বলবো?

কর্তা ॥ বলবে যে—যা ওর পক্ষে ভালো বলে মনে করো তাই বলবে। ধরো, এই যে নানা উড়ুক্কু লোকের কথা শুনে টাকাটা উড়িয়ে দিতে যাচ্ছে, এটা বারণ করো।

তরলা ॥ তা সে যদি উনি বলে যে ওর নিজির টাকা—

কর্তা ॥ আহা, নিজের টাকা তো বটেই, কিন্তু তাই বলে ওড়ানো কি উচিত! ছেলে আমার নিজের, তাই বলে কি আমি তার মাথাটা কেটে ফেলতে পারি? না, না, তুমি ওকে বুঝিয়ে বলো যে এই বাড়ীটাই তো ওর ভাগ্যে পয়মন্ত, এখানে এসে তো টাকাটা পেলো? নাকি) এখন ঝট করে কি এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত?

তরলা ॥ (চম্‌কে) কোথায় যাবে?

কর্তা ॥ কি জানি! মতলব দেবার জন্যে তো বটুফটু কতো লোক ঘুরছে। (বটু বুঝি বুদ্ধি দিয়েছে,—দিল্লী-কাশ্মীর ঘুরে আয়। এখন, ওসব হলো বিপজ্জনক জায়গা, ওখানে পথে-ঘাটে ছোবা নিয়ে রাহাজানি হয়। এই বিপদের মুখে ওকে ঠেলে দেওয়া কি উচিত? শেষে যদি একটা অপঘাত হয়। [তরলা চমকে তাকায়]—হ্যাঁ, অপঘাত তো আজকাল আকছার! কথায় কথায় খুন-জখম হচ্ছে।) না তরলা, তুমি ওকে যেমন করে হোক বুঝিয়ে বলো যে ও যেন এখানেই থাকে। আমার এ বাড়ীটা কিনে নিক। নিয়ে এখানেই থাকুক। কেমন? আর আমিও বলবো—না শুনলে কেঁদে বলবো, অনুনয় করে বলবো,— যে, আমরা কর্তাগিন্নি তো চলেই যাবো—হয় কাশী নয় বৃন্দাবন। তখন, এই তরলার ওপরে সংসারের ভার থাকবে। তুমিই তখন মা পাঁচুকে দেখাশোনা করবে, নাওয়াবে, খাওয়াবে, দরকার হলে একটু বকা-ঝকাও করবে। আর আমার অমর সমর—পড়ে থাকবে একটা কোণে। তারাও তখন তোমাকে দিদি বলে মান্যি করবে। আর যদি কোন অন্যায় ছাখো, দূর করে তাড়িয়ে দেবে। কেমন, এই ভালো না? সমস্ত দিক বিবেচনা করে এইটেই কি সবচেয়ে ভালো না? বলো?

তরলা ॥ (কাঁপা গলায়) না, না, আপনি আমারে ছেড়ে ছান। আমি কিছু করবো না, আমি কিছু চাই না। আপনি আমারে ছেড়ে ছান! [চলে যেতে চায়]

কর্তা ॥ কেন, কেন, কী হলো? তোমার ভালো লাগবে না এখানে থাকতে? তুমি না হলে পাঁচুকে দেখবে কে?

তরলা ॥ (নিঃসহায়ার মতো) আমি আপনার পায়ে ধরে বলতিছি (সত্যিই পায়ের কাছে বসে পড়ে) আপনি আমারে ছেড়ে ছ্যান। আমি গরীব মেয়েছেলে। নোকের বাড়ী দাসীবিত্তি করে খাই। আমারে এতো লোভাত্তি করবেন না। আমি ভুল করে একরকম ভাববো, আর আমার কপালে সে আর এরকম হয়ে যাবে। তখন লোকের খোয়ারে আমার মুখ পুড়ে যাবে। আপনি আমার পিত্তিতুল্য, আপনি আমারে রক্ষে করুন। আপনি আমারে ছেড়ে ছ্যান।

[কেঁদে ফ্যালে।

নেপথ্যে একটা গোলমালের শব্দ। তার মধ্যে পাঁচুর উচ্চকণ্ঠ! সমর ছুটে ঢোকে, খুব মজা পাওয়ার ভঙ্গীতে চেঁচিয়ে বলে।]

সমর ॥ বাবা, আবার পাগল ক্ষেপেছে। Again the mad is mad.

[পাঁচু, গিন্নি, সীমা ইত্যাদির প্রবেশ]

পাঁচু ॥ আমি কাউরি কথা শোনবো না। আমি কাউরি এট্টা কথা শোনবো না। আমি যদি বলি সক্কালি হোটেলে যাবো তো সক্কালি হোটেলে যাবো! বড়দা কেন আমারে রাত্তিরি যেতি বলবে।

সমর ॥ আরে পাঁচুদা, শোন।

পাঁচু ॥ চোপরও! আমি তোমার কথা শোনবো না।

গিন্নি ॥ বাবা পাঁচু, আমার কথা শোন—

পাঁচু ॥ না, আমি কাউরি কথা শোনবো না।

কর্তা ॥ কী মুশকিল! কী হয়েছে কী? কে কী করেছে? এসো বাবা পাঁচু, তুমি এদিকে এসো, বোসো—

পাঁচু ॥ (ক্ষ্যাপার মত) না, আমি বসবো না—

কর্তা ॥ (অপ্রতিভ হয়ে) বোসো, ছাখ, বসলে তোমার ভালো লাগবে—

পাঁচু ॥ আপনি কেন জোরাজুরি করতিছেন বলতি পারেন? আমার ইচ্ছে হলি আমি বসবো, ইচ্ছে না হলি আমি দাঁড়িয়ে থাকবো। আমার যা ইচ্ছে হবে আমি তাই করবো। আপনারা কেউ কোন কথা কইতি আসবেন না। আমি কাউরি কথা শোনবো না, এট্টা কথা শোনবো না—

তরলা ॥ চুপ করো, চুপ করো। শোনবে না তা শোনবে না। অত চিচ্‌কার করতেছ কেন?

পাঁচু ॥ (হঠাৎ নরম হয়ে) খালি তোর কথা শোনবো, আর কাউরি কথা শোনবো না—

কর্তা ॥ (যেন দম পেয়ে) এ-ই। তাহলে ওর কথাই শোনো। শোন তরলা কী বলছে। বলো, বলো, তরলা,—যা তোমার বলবার আছে বলো—

পাঁচু ॥ কী বলবে? কী বলতিছিস?

তরলা ॥ কী আবার বলবো! আমি কিছু বলবো না।

কর্তা ॥ সেকি! এই যে তুমি বলবে বলে বল্লে আমাকে। সেই যে ঐ কথাটা—এই এক্ষুণি যে কথাটা হোল—

পাঁচু ॥ আপনারা যান, আমি তরলারে জিজ্ঞাসা করবো।

কর্তা ॥ ও। নিশ্চয় নিশ্চয়। এই, তোমরা যাও, যাও সব এখান থেকে, এক্ষুনি যাও, ভীড় করে থেকো না।—বলো, তরলা এইবারে বলো—

পাঁচু ॥ আপনিও যান কেন এখান থেকে। আপনারেও তো যেতে বলছি—

কর্তা ॥ এ্যাঁ! ও!—হে হে! আচ্ছা তোমরা কথা কয়ে নাও। বলো মা তরলা, সব বুঝিয়ে বলো।

[কর্তার সঙ্গে অন্য সকলের প্রস্থান]

তরলা ॥ হায় ভগবান, একি অসৈরণ! হায়া নেই মানুষের শরীরে?

পাঁচু ॥ ওঃ, হায়া কিসির? আমি এখন এ বাড়ীর মধ্যে সব চাইতি বড়লোক। আমি যা বলবো সক্কলেরে তাই মান্‌তি হবে। বল্, তুই কি বলতিছিলি, বল্।

তরলা ॥ (মুগ্ধ হয়ে) এ তোমার কী রূপ হইয়েছে গো?

পাঁচু ॥ কী রূপ? আরে কিসির রূপ?

তরলা ॥ যেন একেবারে নিসিংহ অবতার হয়েছ! তুমি কর্তা-বাবুরে অমন করে তাড়ায়ে দিলে! (মুখে আঁচল দিয়ে হেসে ফ্যালে) অমা, অমা, আমি কোথায় যাবো? ওরে অলপ্পেয়ে, তুই রোজা দেখা, তোর ঘাড়ে সেই সন্‌ঝে বেলা যাদের নাম করতে নেই তেনারা চেপেছেন।

[তরলা হেসে গড়িয়ে পড়ে]

পাঁচু ॥ এই তরি, খবদ্দার আমারে তুই বলবি না। তুই বললি আমার অবমাননা হয় না! খবদ্দার।

তরলা ॥ ইঃ, চোখ রাঙাচ্ছে! তুই আমারে তুই বল্লি কেন? আমার অবমাননা হয় না? মানুষমান্‌ষিতে কি আমরা তোর চেয়ে কম? খবদ্দার বলে দিচ্ছি তুমিও আমারে তুই বলবে না। এ্যাঁঃ—মানের গোড়ায় ছাই দাও গো বাবু, গলা কুটুবে না।

[পাঁচু উত্তেজিতভাবে কি বলতে গিয়ে থেমে যায়। তারপর বলে—]

পাঁচু ॥ আচ্ছা, আড়ালে বলবি, কাউরি সামনে বলবি না।

[সমর পিছনের দরজা দিয়ে এসে কী যেন একটা খোঁজার ভান করে।

পাঁচু ॥ (চিৎকার করে) আবার কী করতে এয়েছো এখানে ? মানা করিচি না।

সমর ॥ (চম্‌কে উঠে) খবরের কাগজটা খুঁজছিলুম, হে—হে—

[চলে যেতে যায়]

পাঁচু ॥ এ্যাই, ইদিকে 'এসো। তোমায় আমি একশো টাকা দোব, যদি একটা কাজ করতি পারো। করবে ?

সমর ॥ (অপার উৎসাহে) কী, কী কাজ ? নিশ্চয় করবো'।

পাঁচু ॥ বোসো, চিয়ার হয়ে বোসো। (সমরকে বিনা চেয়ারে চেয়ারে বসার মত বসিয়ে দেয়) এইবারে কান ধরো দুই হাত দিয়ে।

সমর ॥ (উঠে পড়ে) য্যাঃ।

পাঁচু ॥ (ধম্‌কে) খবদ্দার, উঠোনা বলতিছি—

সমর ॥ (তৎক্ষণাৎ পুর্ববৎ হয়ে) এই তো, এই তো বসছি। হে হে পাঁচুদা, তুমি আমার দাদা, তুমি যা বলবে সব করবো। (কান ধরে) তাহলে টাকাটা দেবে তো ?

পাঁচু ॥ আগে ঘুরি যাও। ঘোরো। এব্রে অমনি করে অন্দরে চলি যাও। যাও। (সেইভাবে দু'এক পা গিয়ে সমর থেমে পড়ে)

সমর ॥ (ফিরে) পাঁচুদা, পায়ে বড় লাগছে—

পাঁচু ॥ টাকা পাবেনে তাহলে।

সমর ॥ এই যে করছি, করছি—,(আবার অমনি অবস্থায় হাঁটে)

পাঁচু ॥ লাফ দাও, লাফ দিতি দিতি যাও, একদম চলে যাও—

[পাঁচুর নির্দেশমতো ব্যাঙের মতো লাফ দিতে দিতে সমর অন্দরে চলে যায়।]

তরলা ॥ (সভয়ে) এই, এসব তুমি কি করতিছ? ছিঃ, 'এত দম্ভ করা ভালো নয়।

পাঁচু ॥ দম্ভ! দম্ভ কিসির? আমি তো দম্ভ করতিছি না। এইগুলা পাজী, এইগুলা মানুষ না। টাকা না থাকলি এরা মানুষকে মনুষ্য বলি গণ্য করে না। এগুলার অবমাননা করলি দম্ভ করা হয়! কক্ষনো না। আমি পুণ্যির পথে আছি। জেবনে জানতে কখনো পাপ কাজ করিনি, তাই না ভগবান আজ আমারে এই পুরস্কার দিলে। বল্, আমি কখনও কোন পাপ কাজ করেছি, কখনও কাউরি অনাহক কোন কটু কথা কয়েছি?

[তরলা মাথা নাড়ে]

পাঁচু ॥ (পূর্ণ বিশ্বাসে) দেখিস, ভগবান কখনো আমারে ছাড়বে না। তুই নিচ্চয় জানবি তরলা, তার ধম্মের চাকা পিথিবীময় ঘুরছে, পুণ্যির জয় আর পাপের পরাজয়। এ হবেই হবে। তুই দেখিস, এ হবেই হবে।

তরলা ॥ কিন্তু শোন, তুমি এইবেরে শহর বাজার ছেড়ে তোমার সেই নদীর ধারের ঘরটায় চলে যাও।

পাঁচু ॥ নদীর ধারের কোন্ ঘর?

তরলা ॥ সেই যে, নদীর ধারের ছোট্ট একটা ঘর। উঠোনে উর্ধ্বোমুখী নক্কার গাছ, আর একটা লেবুর গাছ,—আঃ, সেই যে রোজ সকালে পান্তাভাত আর পেঁয়াজ—

পাঁচু ॥ (তার মনে পড়ে যায়) সেখানে আর যাওয়া হবে না আমার—

তরলা ॥ কেন ?

পাঁচু ॥ না। এখন আমারে অনেক টাকা দিয়েছে ভগবান, এখন আমারে বড় হতি হবে, নানান দেশ দেখতি হবে, এট্টা মান্য-গণ্য লোক হতি হবে।

তরলা ॥ ও, আর গেরামের নোক, পাড়ার নোক মান্যি করলে বুঝি মান্য-গণ্য হওয়া যায় না।

পাঁচু ॥ না। আমারে এইখেনে—যেখেনে আমারে অবহেনস্থা করেছে, সেইখেনে এট্টা মান্য-গণ্য লোক হতি হবে।

তরলা ॥ তাহলে সেই নদীর ধারের ঘরটার কী হবে? না, না সেইটারেই সত্যি সত্যি বানায়ে তুলতি হবে। সেইখেনে যেয়ে থাকবে।

পাঁচু ॥ না, আমি সেখেনে যাবো না।

তরলা ॥ যেতেই হবে। নিচ্চয় যেতি হবে। বেশ, যেয়ো না। তুমি তো বলেছিলে যে আমারে সব টাকা তুমি দিয়ে দেবে, দিয়ে দাও,—আমি তোমার জন্যে ঘর তুলি দেবো, বাগান বানায়ে দেবো, লেবুগাছের চারা পুঁতি দেবো। —দাও।

পাঁচু ॥ আমি তোরে সব টাকা দিয়ে দেবো বলেছিলাম ?

তরলা ॥ এ্যাই, বলিছিলি না! কাল সকালে যখন নাড়ু খেতি দিলাম তোকে, তুই বল্লি—তুই খুব ভালো—তোরে আমি সব দিয়ে দেবো।

[পাঁচুর মনে পড়ে। মাথা নড়ে]

তরলা ॥ তো দে এব্রে, সব দিয়ে দে। এ টাকা তো আমার।

পাঁচু ॥ (হঠাৎ যেন আতঙ্কে হিংস্র হয়ে ওঠে) না। এ টাকা আমি

কাউরি দেবো না   এ ভগবান আমারে দিয়েছে   আমি কাউরি দেবো না।

তরলা ॥ (কেমন যেন অপ্রতিভ হয়ে যায়) আচ্ছা, আচ্ছা, দিতি হবে না। ওঃ, কি টাকার নালচ্! তোর টাকা আমি চাই না।

পাঁচু ॥ শোন্ তরি—ঠিক, তোরে আমি সব দিয়ে দেবো বলেছিলাম। আচ্ছা, তোরে আমি দিয়ে দেবো। কিন্তু তুই তাহলি এট্টা কথা দে আমারে—

তরলা ॥ কী কথা ?

পাঁচু ॥ তুই ওরিখে আমারে অদ্ধেক—না, তিনভাগ টাকা ফিরতি দিবি বল্।

তরলা ॥ (স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে) কেন বলতো ? গায়ে বড় বাজতিছে, না ?

পাঁচু ॥ (মাথা নেড়ে স্বীকার করে) ছাখ্, আজ আমার টাকা হইয়েছে, তাই না সবাই আমারে মান্যি করতেছে! এ টাকা আমি কেমন করে দে দেবো ? তাহলি আমার আর কি থাকবে ? টাকা না থাকলি কেউ মান্যি করে না, কাউরি বিশ্বাস করা যায় না। এ পিথিবীতে কেউ আপনার না। কেউ না। আচ্ছা, তুই আমারে অদ্ধেক টাকাই ফিরতি দে।

তরলা ॥ (অসহ্য কষ্টে) ছিঃ, আমার ঘিন্না করতিছে, ঘিন্না করতিছে।

পাঁচু ॥ (তরলার হাত ধরে) তরি, তুই টাকার কথা ভুলে যা। তুই আমার সাথে চল্, তোরে আমি আমার মাথায় করে রেখে দেবো। সত্যি বলতিছি, আমি তোরে খুব আদর করবো। কাপড়চোপড়, গয়নাগাটী—আমি সব দেবো।

আমি তোরে ঐ নদীর ধারের ঘর বানায়ে দেবো—আমি তোরে বিয়ে করবো তরলা, তুই আমার বৌ হয়ে—

[তরলা ঠাস করে চড় মারে পাঁচুর মুখে]

তরলা ॥ (হাঁপাতে হাঁপাতে) ছোটলোক, চামার—

[একটুখানি স্তব্ধতা]

পাঁচু ॥ (অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ভাঙা গলায়) আমি বাক্যিবদ্ধ আছি। তোরে সব টাকা আমি দিয়ে দেবো।

তরলা ॥ থু, থু, তোমার ঐ পাপের টাকায় আমি থুৎকার দেই। কোনও বাক্যি নেই। তোমার বাক্যি থেকে তোমারে আমি ছাড়ান দেলাম। তুমি যেখানে ইচ্ছে হয় যাও, যা ইচ্ছে হয় করো, তরলার সাথে তোমার কোনও সম্পর্ক নেই।

[তরলা দ্রুত চলে যেতে চায়। পাঁচু তাকে টেনে আনে]

পাঁচু ॥ আমি বড়ো হতি চাই, আমি লোকের কাছে মান্যি চাই। সেটা কি পাপ? সেটা কি আমার অপরাধ?

তরলা ॥ ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমারে। কীসির জোরে বড়ো হতি চাও, কীসির জোরে মান্যি চাও? নিজির মানুষিতার জোরে, না টাকার জোরে?

পাঁচু ॥ (অসহিষ্ণুভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে) হ্যাঁ, টাকা, টাকা, টাকা, টাকাই তো। আজ আমার টাকা হইয়েছে তাই আমি বুঝতি পারছি যে আমি এট্টা পুরুষমানুষ। আমি হুকুম করতি পারি, আমি ধমক দিতি পারি—

তরলা ॥ হ্যাঁ, টাকার জোরে। (পাঁচুর গায়ের জামা টেনে) তাই এই ময়ূরের পেখম গুঁজেছ। লজ্জা করে না। তরলা তোমার টাকায় নাঁতি মারে, নাঁতি মারে—

পাঁচু ॥ শোন্ তরলা আমার কথা শোন্—

তরলা ॥ শোন্‌বো না। তুমি পাপী, তুমি পতিত। তোমার এট্টা কথা আমি শোনবো না। তুমি আমারে বিশ্বেস করতি পারো না, তুমি আমারে আপনার ভাবো না, তুমি আমারে ঘুষ দিতি চাও, তুমি আমারে অবমান্‌না করো। তুমি আমার কেউ না, কেউ না—(ছুটে কেঁদে বেরিয়ে যায়) [একটু পরে বটু বাইরের দরজা দিয়ে উঁকি মারে]

বটু ॥ এই যে তুই একলা আছিস! বাব্বা, কাল থেকে তো তোকে আর একলা পাওয়াই যাচ্ছে না। তোর বডিগার্ডরা সব গেলো কোথায়?

পাঁচু ॥ আচ্ছা, বটুদা, টাকা খুব দরকারী জিনিস না?

বটু ॥ খুব। বড্ডো দরকারী।

পাঁচু ॥ এই টাকা ঝট্‌ করি কাউকি দিতি না পারলি কি দোষ হয়?

বটু ॥ না। তোর নিজের টাকা তুই দিবি কেন?—কাকে দেবার কথা রে? কে চেয়েছে? (পাঁচু চুপ করে থাকে) কাউকে দিসনি। দিলে ফের বিপদে পড়ে যাবি।—যাক্‌গে আমি এখন যাচ্ছি, যাঁর কাছ থেকে তোর টিকিটটা কিনেছিলুম তার কাছে ছাপানো list-টা এসে যাবার কথা, এনে তোকে দিয়ে তবে আমার ছুটি। তারপরে আজ রাতেই সট্‌—একদম কাট্‌কে পড়না—

পাঁচু ॥ কোথায় যাবে তুমি?

বটু ॥ সে এক নিদারুণ লোমহর্ষক ঘটনা। দিদি আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। বলেছে—যাক্‌গে যা ইচ্ছে হয় বলুকগে। মোটকথা আজ রাত্তির থেকে আমি আমার বন্ধুর মেসে গেস্ট্‌।

পাঁচু ॥ কেন? তাড়য়ে দিলে কেন?

বটু ॥ এই ছাখ, এইসব কেনর কি কোনও উত্তর হয়? আমি একরকম জবাব দেবো কেন'র, দিদি জামাইবাবু আর একরকম দেবে। কিন্তু কোন্‌টা যে সত্যি কেন, তা কে বলবে বল্‌?

পাঁচু ॥ তোমার টাকা থাকলি তো তোমারে তাড়াতি পারতো না—

বটু ॥ টাকা তো ছিলো। আমার বাবার কিছু টাকা জামাই-বাবুর হাতে ছিলো। তা আমি কি ঝগড়া করতে যাবো সেই টাকার জন্যে? ছোঃ!

পাঁচু ॥ তাহলি তুমি কী করবে? টাকা না থাকলি তো লোকে তোমারে মান্যি করবে না।

বটু ॥ না করলে ভারি বয়ে গেলো। আরে যারা আমায় ভালোবাসে, তারা তো আমার জন্যেই আমাকে ভালোবাসে। আর যারা তা বাসে না তাদের টাকার জন্যে বেসে দরকার নেই। একদম গনাফ্‌ফাট হয়ে যাবো।

পাঁচু ॥ কিন্তু টাকা না থাকলি তুমি তো বড়ো হতি পারবে না, এট্টা কিছু হতি পারবে না,—তুমি আমার থে টাকা নেবে?

বটু ॥ এ্যাঁ!

পাঁচু ॥ তুমি আমার থে অল্প কিছু টাকা নেবে?

বটু ॥ দিদিও ঐ কথাই বলছিল। বল্লে, তুই-ই তো ও টিকিট কিনে দিয়েছিস ও টাকা তো তোর। সবটা না হক অন্তত অর্ধেকটা তুই চেয়ে নে।

পাঁচু ॥ তুমি কি বললে?

বটু ॥ উঁ?

পাঁচু ॥ (শঙ্কিত ভাবে) তুমি কি বললে?

বটু ॥ আমারো যে একেবারে মনে হয়নি তা নয়; মানুষের মন তো। কিন্তু তারপরই ভাবলুম—কই প্রত্যেকবার তো নিজের নামে কাটি, সব বারই তো ফক্কা। আর যেই তোর নামে কিনলুম অমনি লেগে গেলো। ভয় পাস্‌নি বাবা, ওতে আমার কোন অধিকার নেই—ও টাকা তোর তোর, তোর। (উঠে প'ড়ে) আমি কিচ্ছু হতে চাই না বাবা, আমি

খাই দাই কাঁসি বাজাই
নৃত্য করি আনন্দে,
আর, সময় যেদিন আসবে সেদিন
পটল তুলবো সানন্দে।' চলিরে—

[কর্তা পিছনের দরজায় এসে দাঁড়ান]

কর্তা ॥ এই যে বটু ভাই, এসে গেছি। পাঁচুর সঙ্গে কি তোমার সব কথাবার্তা হয়ে গেলো নাকি?

বটু ॥ হ্যাঁ—, তা আসুন, ওখানে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

কর্তা ॥ বাবা পাঁচু, আসি?

পাঁচু ॥ আসুন।

বটু ॥ সে কিরে!

কর্তা ॥ না পাঁচু কথাবার্তা বলছিলো, তাই ভাবলুম যদি অসুবিধে হয়।

বটু ॥ আই ব্বাপ? পাঁচু তো grand আছিস! কিন্তু আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে। আগে list-টা নিয়ে আসি—

পাঁচু ॥ বটুদা, আমি এই টাকা নিয়ে কি করবো?

বটু ॥ বিয়ে থাওয়া করে সংসারী হবি। যা ইচ্ছে হয় তাই করবি।

পাঁচু ॥ বটুদা, আমি মানুষ হতি চাই।

বটু ॥ এই ছাখ! আমি কি মানুষ, আমাকে এসব কথা বলছিস কেন? পাজী! (কর্তাকে) আপনার শালী-পোকে সামলান, দেখছেন, কী সব বলছে? (পাঁচুকে) ওরে, এসব কথা ভাবিসনি বাবা, আবার নাথুরাম গড্‌সে এসে গুলি চালাবে। তার চেয়ে তোর মেসোমশাইয়ের বুদ্ধিশুদ্ধি নে—পাকা মাথা, তোর একেবারে পাকা বন্দোবস্ত করে দেবেন। (কর্তাকে) দিন দিন, এর কানে একটু গেরস্তমন্ত্র দিন। আমি ততক্ষণ ওর টাকার বন্দোবস্তটা করি।

[প্রস্থান]

[গিন্নির প্রবেশ]

গিন্নি ॥ পাঁচু বাবা, তোমার জন্যে এই সরটুকু তোলা ছিলো। খাবে না?

পাঁচু ॥ না।—মেসোমশাই, আমি কী করবো?

কর্তা ॥ (ভালো করে বোঝবার চেষ্টা করে) কিসের?

পাঁচু ॥ এই সবির। আমার টাকার আমি কী করবো? আমার নিজির আমি কি করবো? আমি কিছু বুঝতি পারছি না।

গিন্নি ॥ (সঙ্গে সঙ্গে জাঁকিয়ে আরম্ভ করেন) আমি বলছি বাবা তুমি কী করবে—

কর্তা ॥ চুপ করো, চুপ করো। বাবা পাঁচু,—(গলা বদলে) এখন ওসব কথা থাক। তুমি কাপড়জামা বদলে একটু খোলা হাওয়ায় বেড়িয়ে এসো। চলো, আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। ও সব কথা পরে হবে। যাও যাও বদলে এসো।

[পাঁচু গায়ের সিল্কের পাঞ্জাবীটা একবার ছাখে। তারপর চিন্তাকুলভাবে ভিতরে চলে যায়।]

গিন্নি ॥ একি করলে তুমি ; যে পাঁঠা নিজে এসে খোঁয়াড়ে ঢুকলো —তুমি তার আগড় খুলে দিলে ?

কর্তা ॥ থামো, থামো। তোমার আর তর সইলো না, খপ করে বলতে আরম্ভ করে দিলে—

গিন্নি ॥ এই বুদ্ধি না হলে আর তোমার এমন হাভাতের মতো দশা হয়। চিরটা কাল দেখছি যে, গুছিয়ে গাছিয়ে শেষ মওকায় এনে তারপর তাক্ বুঝতে বুঝতে তোমার মাছ পালিয়ে যায়। বল্লুম না তোমাকে আমি স্বচক্ষে কী দেখে গেলুম।

কর্তা ॥ তাতো বললে। কিন্তু হঠাৎ এতো বিনয়ীভাব কেন ? ভরসা করে গায়ে হাত দোব—দেখবে তখন ফোঁস্ করে উঠবে!

গিন্নি ॥ আমার কথা না শুনে তো অনেকবার ঠকেছো। এইবার একটু আমার কথা শুনবে ?

কর্তা ॥ আঃহা, তোমার আর কোন কথাটা শুনিনা ? কি বলবে বলো।

গিন্নি ॥ ওর সঙ্গে সীমার বিয়ে দিয়ে দাও।

কর্তা ॥ [হতভম্ব হয়ে] সেকি বলছো!

গিন্নি ॥ (ভেঙিয়ে) সেকি বলছো! ন্যাকার শিরোমণি!

কর্তা ॥ আরে ও একদম লেখাপড়া জানে না, গেঁয়ো,—আর সীমা কলেজে পড়ছে—

গিন্নি ॥ তাতে কী হয়েছে! এ বাড়ী ভাড়া দিয়ে আমরা বছর দেড়েকের জন্যে যে শহরে বাঙালী কম সেই রকম একটা শহরে গিয়ে বাস্ করবো! সেইখানে ওকে ফিরিঙ্গি মাস্টার রেখে লেখাপড়া শেখাবো। আর লেখাপড়া মানে

কী ? ভালো করে কোট-প্যান্টালুন পরতে পারা, আর কথায় কথায় দু'চারটে ইংরিজি বলতে পারা, এই তো ? তা এতে আর কতো টাইম লাগবে ?

কর্তা ॥ (ভাবতে ভাবতে) কিন্তু যেরকম দড়ি ছেঁড়া ষাঁড়ের মতো সকলকে গুঁতিয়ে বেড়াচ্ছিলো—সীমা কি ওকে সামলাতে পারবে ?

গিন্নি ॥ (পরম তাচ্ছিল্যে) হ্যাঃ। মেয়েদের ক্ষমতা যে কদ্দুর তা কি এখনো তোমার জানতে বাকি আছে ? দুদিনের মধ্যেই দেখবে সীমার হাতেই সব চাবিকাঠি।

কর্তা ॥ কিন্তু পাড়ার লোক ?

গিন্নি ॥ পাড়ার লোকের জানবার দরকার কী ? বিয়ে বিদেশে হবে।

কর্তা ॥ কিন্তু সীমা ? তার সঙ্গে তো একটা কথা বলা দরকার। সে রাজী হবে ?

গিন্নি ॥ হবে।

কর্তা ॥ তুমি বলেছো নাকি ? কি বল্লে, এ্যাঁ ?

গিন্নি ॥ ছ্যাখ, মেয়েদের সব কথা জানতে এসো না। আমি বল্লুম ও রাজী হবে।

কর্তা ॥ (মাথা নেড়ে) ওঃ। স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং—

গিন্নি ॥ থামো, তুমি আর সংস্কৃত আউড়ো না। সংস্কৃতে যদি পৃথিবী বোঝা যেত, তাহলে লোকে আর ইংরিজি পড়তো না। যাও, এক্ষুণি যেমন করে পারো পাঁচুকে রাজী করাও। জানো না time is money.

[সমরের প্রবেশ]

সমর ॥ আর কতোক্ষণ খাবার ঘরে বসে থাকবো ? এবার বেরোব ?

কর্তা ॥ খবরদার না। যেখানে বলেছি সেখানে বসে থাক।

[সময়ের প্রস্থান]

[পাঁচুর প্রবেশ। তার পরণে সেই পুরানো হাফশার্ট আর ময়লা ধুতি]

গিন্নি ॥ একি বাবা, তুমি এ কাপড়জামা পড়লে কেন?

পাঁচু ॥ (এগিয়ে এসে) আমি ময়ুরির প্যাখম পরবো না। আমার নিজির পয়সা দিয়ে কাপড় কিনে তবে পরবো!

কর্তা ॥ এ অতি উত্তম কথা। পুরুষমানুষের যোগ্য কথা। তুমি যেমন ইচ্ছে বাঁচবে। বোসো বাবা, বোসো। তোমাকে একটা বিরাট, একটা বিশাল, একটা—একটা মহৎ ইয়ে হতে হবে। লেখাপড়া শিখতে হবে, জানতে হবে—

গিন্নি ॥ সাহেব মাস্টার রেখে ইংরিজি শিখতে হবে—

কর্তা ॥ তাছাড়া বিয়ে থাওয়া করে সংসারী হতে হবে—। প্রেম, ভালোবাসা, জীবনে শান্তি—

পাঁচু। বিয়ে করবো?

কর্তা ॥ তোমার বটুদা যে বল্লে! বাবা, বিয়ে না করলে জীবনে ঠিক পথে থাকা যায় না। রবীন্দ্রনাথ করেছেন, মহাত্মা গান্ধী করেছেন,—গুরুজন যেমন বলেছেন সেইরকম বিয়ে করেছেন। উচিত না হলে কি করতেন? কক্ষণো না।

[তরলা এসে পিছনের দরজায় দাঁড়ায়]

পাঁচু ॥ আমি কারে বিয়ে করবো? আমারে তো সবাই অবহেনস্থা করে—

গিন্নি ॥ না গো। সে আমরা তোমাকে উচ্চবংশের,—উচ্চমানের মেয়ে জোগাড় করে দোব, যে মেয়ে লেখাপড়া

জানে, তোমাকে বড়ো হবার পথে সাহায্য করতে পারে, —(তরলাকে দেখে) কী, এখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন ?

তরলা ॥ (এগিয়ে এসে) আমি আপনাদের কাছে ছুটি চাই মা, আমি আর কাজ করতি পারবো না।

গিন্নি ॥ তার মানে ? তুমি আর কাজ করবে না এ বাড়ীতে ?

তরলা ॥ না, মা। আমি রান্নাঘরের সব গোছগাছ করে দিইছি, দিদিমণিরে সব বুঝয়ে দিইছি—, এইবেরে আমি চল্লাম।

গিন্নি ॥ তরলা, এমনি করে আমাদের বিপদে ফেলে চলে যাওয়া মানে কিন্তু 'মনিবের সঙ্গে শত্রুতা করা। কিসের জন্যে যাবে শুনি ? কী এমন অনাদরটা করা হয়েছে তোমার ? আমি তোমাকে নিজের মেয়ের মতো দেখেছি। দেখিনি ?

তরলা ॥ কাউরি কোন দোষ দিচ্ছি না মা। আমার আর মন নাগতেছে না ! [কর্তাকে প্রণাম করে]

কর্তা ॥ থাক্ থাক্। কিন্তু তোমার মাইনেপত্র তো এক্ষুণি মিটিয়ে দেওয়া মুশকিল--

তরলা ॥ আপনার কাছে থাক। আমি সময়মত পরে এসে নে, যাবো—

গিন্নি ॥ জানি, জানি ! তুমি কেন যে এমন শত্রুতা করছো তা কি আমি বুঝতে পারি না। তাই যাও বাছা, আমার সংসারে শান্তি আসুক।

তরলা ॥ (একটু চুপ করে ম্লান হেসে) যাবার সময় আর কটুকথা বোলো, না মা, আমার দোষত্রুটি সব মার্জনা কোরো। আমি বড়ো অভাগী। [প্রণাম করে]

গিন্নি ॥ বেঁচে থাকো। [তরলা দরজার দিকে এগোয়] তরলা, আমাদের পাঁচুর বিয়ের কথা হচ্ছে, বিয়ের দিন আসিস্।

তরলা ॥ [ফিরে তাকায়] আসবো বৈকি মা। আসবো, থালা-বাসন মেজে দেবো, আনন্দ করে খেয়ে নতুন বৌমের মুখ দেখে চলে যাবো।

[বটুর প্রবেশ]

বটু ॥ এই যে আপনারা সবাই রয়েছেন—

[ভিতর থেকে অমর, সমর, সীমা এসে পড়ে]

কর্তা ॥ এই যে বটুভাই list-টা পেয়েছো ?

বটু ॥ (একবার চারিদিকে তাকিয়ে) পাঁচু টাকা পায়নি।

সকলে ॥ পায়নি !!

বটু ॥ (মাথা নাড়ে) 0008533 পেয়েছে। খবরের কাগজে ভুল ছাপা হয়েছিলো। 8530 নয়। ইস্‌স্‌ পাঁচুরে, তিন নম্বরে ফস্‌কে গেলো ! [একটুখানি সবাই চুপ]

কর্তা ॥ (হঠাৎ চমকে উঠে) কই দেখি, কাগজটা দেখি।

[কর্তার হাতে কাগজটা দেখবার জন্যে গিন্নি ঝুঁকে পড়েন, অমর ঝুঁকে পড়ে, সমর ঝুঁকে পড়ে। তারপর কর্তার হাত আস্তে আস্তে নেমে আসে।]

কর্তা ॥ জোচ্চোর, সব জোচ্চোর।

বটু ॥ কে জোচ্চোর ?

কর্তা ॥ সবাই জোচ্চোর। সব জোচ্চোর। যত নষ্টের মূল সব এরা। আদিখ্যেতায় একেবারে নেচে উঠলো—

অমর ॥ আপনিও নেচে ওঠেননি ? পাঁচুকে আগলাবার জন্যে একবারে হন্যে হয়ে ওঠেননি ?

কর্তা ॥ বেশ করবো। এটা আমার বাড়ী, আমি যা ইচ্ছে করবো, তুই বেরিয়ে যা—বেরিয়ে যা এক্ষুণি—

বটু ॥ তরলা, পালা—

[বটু পালিয়ে যায়। তরলা কী করবে বুঝতে পারে না,

কিন্তু থাকারও কোনও অধিকার নেই বুঝতে পারে। ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায়]

গিন্নি ॥ চুপ করো, কী হচ্ছে কী তোমার? লজ্জা করে না এইরকম করে বাইরের লোকেদের সামনে নিজের ছেলেকে অপমান করতে! অপদার্থ কোথাকার!

কর্তা ॥ ওঃ ভারি আমার মাতৃস্নেহ দেখাতে এসেছে। চিরকাল তুমি বড়ো খোকাকে আমার বিরুদ্ধে লেলিয়ে এসেছ— যাও না, পাঁচুর সঙ্গে সীমার বিয়ে দেবে না? তখন মাতৃ-স্নেহ কোথায় ছিলো? যাও, বিয়ে দাও পাঁচুর সঙ্গে—

অমর ॥ যতো নষ্টের মূল এই পেঁচো হারামজাদা। এর জন্যে আমরা নিজেরা ঝগড়া করেছি, একে তোষামোদ করে নিজেদের মান খুইয়েছি, আর এ ব্যাটা বসে বসে মজা দেখেছে। (ধাক্কা মেরে) Get out, get out!

কর্তা ॥ তুমি যাও পাঁচু, তুমি এক্ষুণি এ বাড়ী থেকে যাও—

গিন্নি ॥ দূর হও—বেরোও।

পাঁচু ॥ (শান্তভাবে উঠে) আপনাদের কাছে আমি অনেক শিক্ষা পেলাম। আপনারা আমার গুরুর মতন।

অমর ॥ ঠাট্টা করছে, বেটাচ্ছেলে ঠাট্টা করছে—

[থাপ্পড় মারতে যায়]

পাঁচু ॥ খবরদার, গায়ে হাত দেবে না—

সমর ॥ তবে রে?

[পিছন থেকে এসে পাঁচুর হাত চেপে ধরে। অমর পেটে একটা ঘুসি মারে। পাঁচু পড়ে যায়। সমর তার হাত দুটো পিঠের কাছে বেঁকিয়ে ধরে রাখে আর অমর মারতে থাকে।]

সমর ॥ এতো বড়ো আস্পর্ধা, তুমি আমাদের খবরদার বলো, মারো দাদা আরো মারো—

নেই তার কুলোপানা চক্কর। মার, মার। মেরে তাড়িয়ে দে—

[অমর জুতো খুলে পাঁচুকে মারে]

অমর ॥ এইবার—এইবার! টাকার গরমে চোখে আর দেখতে পাচ্ছিলি না, না?—এইবার!

[তরলা বটু ছুটে আসে]

তরলা ॥ ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও; কী করতিছ তোমরা—

[বটু জামার কলার ধরে সরিয়ে দেয় দু'ভাইকে]

তরলা ॥ (পাঁচুর কপালে কাটা দাগ দেখে) ইস্‌স্‌, খুব নেগেছে?

বটু ॥ (অমরের কলার চেপে ধরে) এইবার যদি তোকে ধরে মারি—কী করবি—

পাঁচু ॥ ছেড়্যে দাও, বটুদা, ছেড়্যে দাও। মারতি হ'লে তো আমারেও মারতি হয়। আমিও তো এই সকলের মতো ভেবেছিলাম যে টাকা না থাকলি আর আমার মান্‌ষিতের দাম কী;—এটা তারি শিক্ষে হোল।

[উঠে দাঁড়ায়]

কর্তা ॥ এই। তুমি যদি পুণ্যিপথে থাকতে ভগবান তোমার জয় করাতো। কিন্তু তুমি পাপী, তাই তিনি তোমায় টাকাটা দিতে গিয়েও দিলেন না। এই পৃথিবীতে ভগবানের নিয়মই হচ্ছে পুণ্যের জয় আর পাপের পরাজয়—

বটু ॥ আজ্ঞে না, ভগবানের রাজ্যে জয়-পরাজয় অতো সহজে ঠিক হয় না। একদিন না একদিন কোনও একটা বড়ো আদালতে এর বিচার হবে। সেই বিচারে সেদিন এ মানুষ, না আপনারা মানুষ সেটা প্রমাণ করবার জন্যে মেলা সাক্ষীসাবুদ ডাকতে হবে না। চল্—তুই আমার বন্ধুর মেসে থাকবি চল্।

পাঁচু ॥ না, আর আমি কারো ওপর নিভ্‌ভর করবো না বটুদা এখন থেকে আমি শুধু নিজি নিজি।—এব্রে আমি বুঝতি পেরেছি, আমি কারোর চেয়ে ছোট না, কারোর চেয়ে নিষু না।—অয়! আমার টিনির প্যাঁটরাটা নিয়ে আসি, ফেলি যাবো কেন?

[ভিতরের দিকে ফেরে]

অমর ॥ ভেতরে যাবে না, দাঁড়াও।—সমর, ওর টিনের বাক্সটা এনে দেতো। [সমর ভিতরে যায়]

তরলা ॥ ছিঃ ছিঃ। চলো, এই অবেলায় আমি তোমারে কোথাও যেতি দেবো না, তুমি আমার ঘরে চলো—

পাঁচু ॥ না রে। এমনি করে তাড়া খেয়ে আমি তোর সাথে যাবো না। যিদিন জোর হবে, সিদিন দিনের আলোয় যেয়ে, তোর শিকলি ধরে ঝন্‌ঝন্‌ করে নেড়ে বলবো, তরি আছিস্‌!

[পিয়ন এসে সেই সুরে হাঁক দেয়—টেলিগ্রাম। বটু এগিয়ে যায় দরজার দিকে, হাতে নেয় খামটা। সই করে দেয়।]

সকলে ॥ টেলিগ্রাম কিসের!

বটু ॥ দেখি।

তরলা ॥ টেলিগিরাপ কিসের গো?

[বটু ততক্ষণে টেলিগ্রাম পড়ছে, সমর টিনের প্যাঁট্‌রা আনে]

বটু ॥ যাঃকৃকলা—হো হো হো—

তরলা ॥ কী হোলো?

কর্তা ॥ কী হোলো?

গিন্নি ॥ কী হোলো?

বটু ॥ ক্যাডাভারাস—ক্যাডাভারাস…

পাঁচু ॥ বটুদা ?

বটু ॥ পাঁচুরে, ওঃ হো হো—জোকার, বিরাট জোকার—ওঃ হা হা হা…

কর্তা ॥ কে জোকার ?

বটু ॥ ঐ বেটা ভগবান। লটারি কোম্পানি দুঃখ করে লিখেছে ওদের ছাপার ভুল হয়েছিল, পাঁচু টাকাটা তুই-ই পেয়েছিস্ —গর্বেঞ্জিক্যাল ল্যাটারজাইটিস্ হাম্বাগ ক্যাডাভারাস—

[পাঁচু টেলিগ্রামটা হাতে করে কর্তার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। একবার টেলিগ্রামটা দেখে, তারপর কর্তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। ঘুরে তরলার দিকে এগিয়ে এসে বলে]

পাঁচু ॥ তোকে আমার সব টাকা দে-দেবো বলেছিলাম। এই নে—

[টেলিগ্রামটা তরলার হাতে দেয়]

তরলা ॥ (টেলিগ্রামটা হাতে ফিরিয়ে গুঁজে দিয়ে) থাক্ য্যাথেষ্ট হয়েছে। তুমি আমার ঘরে থাকবে চলো।—চলো…

[পাঁচুকে টান্তে টান্তে বার করে নিয়ে যায়। সংসারী সবাই তখনও পাথরের মতো স্তব্ধ।]

———

কাঞ্চনরঙ্গ

স্থান : বিশ্বরূপা

॥ রূপায়ণে ॥

সূত্রধার—	অমর গাঙ্গুলী
নটী—	আরতি মৈত্র
পাঁচু—	শম্ভু মিত্র
	(পরে অরুণ মুখার্জি
তরলা—	তৃপ্তি মিত্র
গিন্নি—	লতিকা বসু
কর্তা—	গঙ্গাপদ বসু
সমর—	সমীর চক্রবর্তী
সীমা—	বনানী ভট্টাচার্য
অমর—	শোভেন মজুমদার
ভদ্রমহিলা—	আরতি মৈত্র
বটু—	কুমার রায়
বরকর্তা—	অমর গাঙ্গুলী
ফিল্ম ডাইরেক্টার—	শান্তি দাস

॥ প্রযোজনায় ॥
বহুরূপী

॥ নির্দেশনায় ॥
শম্ভু মিত্র

॥ মঞ্চসজ্জায় ॥
অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ আলোক সম্পাতে ॥
কালীপ্রসাদ ঘোষ